মৌলিক অর্থনৈতিক ধারণাবলী
(Basic Economic Concepts)

১

অর্থনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে প্রথমেই অর্থশাস্ত্রে ব্যবহৃত মৌলিক ধারণাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এই ইউনিটে মৌলিক অর্থনৈতিক ধারণাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিটটির প্রথম পাঠে অর্থনীতির বিষয়বস্তু, দ্বিতীয় পাঠে অর্থনীতিতে চিত্রের ব্যবহার, তৃতীয় পাঠে অর্থনৈতিক সংগঠনের মূল সমস্যাবলি এবং চতুর্থ পাঠে আধুনিক অর্থনীতিতে বাজার ও সরকার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই পৃষ্ঠা খালি থাকবে

ইউনিট- ১

পাঠ- ১: অর্থনীতির বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষ করলে আপনি

- মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটি কী, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- অর্থনীতির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- অর্থনীতির বিষয়বস্তু কী, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- অর্থনীতি বিজ্ঞানের কতগুলো বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবেন।

কেন অর্থনীতি পড়ি?

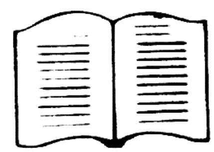

আমরা কেন অর্থনীতি পড়ি? বিভিন্ন জন বিভিন্ন কারণে অর্থনীতি পাঠ করতে পারেন। কেউ এই মনে করে অর্থনীতি পাঠ করতে পারেন যে, মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার, চাহিদা রেখা এই ধরনের ধারণাগুলো বুঝতে না পারলে তিনি মূর্খই থেকে যাবেন। আবার কেউ অর্থনীতি পাঠে মনোযোগী হতে পারেন এই ভেবে যে, এই বিদ্যা কাজে লাগিয়ে তিনি বড়লোক হতে পারবেন। আসলে অর্থনীতি পড়ার পেছনে অসংখ্য কারণ থাকতে পারে। তবে এটা অবশ্যই সত্য যে, অর্থনীতিবিদ্যা বিভিন্ন কাজে লাগে। এছাড়াও কিন্তু একটা খুব বড় কারণ আছে। সেটা হলো অর্থনীতির বিষয়বস্তু এতই কৌতুহলোদ্দীপক যে, এটা পাঠ করলে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়।

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

অর্থনীতির বিষয়বস্তু কী, তা জানতে হলে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটিকে বোঝা দরকার। একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের চাওয়ার কোন শেষ নেই। আমাদের কোন কোন চাওয়া বা অভাব (Wants) মেটাতে আমরা সক্ষম হই বটে, কিন্তু অনেক অভাবই অপূর্ণ থেকে যায়। কাউকে যদি তাঁর সব অভাবের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়, তিনি হয়ত দুবেলা ভাত,

দু'একটি জামাকাপড় এবং একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের কথা উল্লেখ করবেন। আবার অন্য কারো অভাবের তালিকায় জেট বিমান, কম্পিউটার, ভিসিআর এবং আরো অনেক কিছু থাকতে পারে। কিন্তু এই অভাবগুলো কী দিয়ে পূরণ হয়? যে সকল বস্তু অভাব পূরণ করে সেগুলিকে সামগ্রিকভাবে আমরা সম্পদ (Resources) বলি অর্থাৎ ভাত, জামাকাপড়, কুঁড়ে ঘর, জেট বিমান, কম্পিউটার, ভিসিআর - এগুলো সবই সম্পদ। আবার এধরনের জিনিস তৈরি করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সেগুলোও সম্পদ। যেমন, জমি, সার, ধানের বীজ, সুতা, তাঁত, বাঁশ, এ্যালুমিনিয়ামের পাত, সিলিকন চিপ্‌স, সার্কিট বোর্ড ইত্যাদি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, অভাব যেমন অসীম, সম্পদ তেমনই সীমাবদ্ধ। সম্পদ যদি সীমাবদ্ধ না হয়ে অসীম হত, তাহলে তো সকল অভাবই পূরণ করা যেত। অসীম অভাব এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে তারতম্যই মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। চিত্র ১.১ এ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটিকে দেখান হল।

অসীম অভাব এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে তারতম্যই মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

চিত্র ১.১ ঃ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

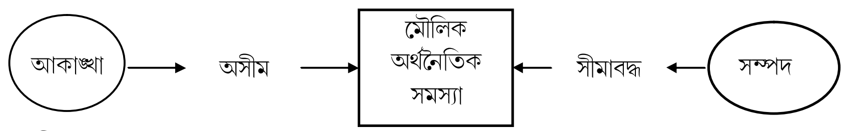

অর্থনীতির বিষয়বস্তু

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায়ই অর্থনীতির বিষয়বস্তু। যদি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটি না থাকত, তাহলে অর্থনীতি পাঠেরও কোন প্রয়োজন থাকত না। সকল অভাব পূরণ করার মত অসীম সম্পদ যদি আমাদের থাকত, তাহলে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটি যেমন থাকত না, তেমনি আবার একটি বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতির অস্তিত্বও থাকত না।

অর্থনীতি কী?

সীমাবদ্ধ সম্পদের মাধ্যমে বিকল্প অভার পূরণের উপায়সমূহের অধ্যয়নই হচ্ছে অর্থনীতি

অর্থনীতির অনেক সংজ্ঞা আছে এবং সব সংজ্ঞা মুখস্থ করে রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। সীমাবদ্ধ সম্পদের মাধ্যমে বিকল্প অভাব পূরণের উপায়সমূহের অধ্যয়নই অর্থনীতি। এখানে খেয়াল করতে হবে যে, যেহেতু সম্পদ সীমাবদ্ধ কিন্তু অভাব অসীম, তাই কিছু অভাব পূরণ করা হলেও সবসময় কোন না কোন অভাব অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কোন্ অভাব পূরণ করা হবে, আর কোন্‌গুলি অপূর্ণ রাখা হবে। সেদিক থেকে অভাবগুলো একটি অন্যটির বিকল্প।

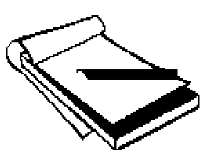

অনুশীলন
আপনার দশটি অভাবের একটি তালিকা তৈরি করুন। এদের সবগুলোই কি আপনি পূরণ করতে পারবেন? যদি না পারেন, তাহলে কেন পারবেন না সে সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

অর্থনীতি ও অন্যান্য বিজ্ঞান

অর্থনীতি মানুষের আচরণ এবং মানব সমাজ নিয়ে গবেষণা করে। তাই অর্থনীতি একটি সমাজ বিজ্ঞান

অর্থনীতি একটি সমাজবিজ্ঞান (Social Science)। তাই এর সঙ্গে পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়নের মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পার্থক্য আছে। অর্থনীতি মানুষের আচরণ এবং মানব সমাজ নিয়ে গবেষণা করে। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মত মানুষের আচরণ তেমন নিয়মবদ্ধ নয়। একই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মানুষের আচরণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। অবশ্য ব্যক্তির তুলনায় গোষ্ঠীর আচরণ কিছুটা নিয়মবদ্ধ। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলোর মত অর্থনীতির নিয়ম ততটা অবশ্যম্ভাবী নয়। এছাড়াও সমাজবিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতির আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে। তা হচ্ছে এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত অর্থনীতিতে পরীক্ষার তেমন সুযোগ নেই। পদার্থবিদরা যেমন তাঁদের ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতে পারেন, অর্থনীতিবিদরা তেমনটা পারেন না।

অর্থনীতিতে আরেকটি পার্থক্যের ব্যাপারে খেয়াল রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে ইতিবাচক এবং নৈতিক বক্তব্যের (Positive and Normative Statements) মধ্যে প্রভেদ। তথ্য এবং ঘটনার বিবরণকে *ইতিবাচক বক্তব্য* বলা হয়। আর মতামত প্রদানকে *নৈতিক বক্তব্য* বলা হয়। যেমন, ফলন খারাপ হলে শস্যের দাম বেড়ে যায় - এই বক্তব্যটি ইতিবাচক। আর, দামী গাড়ীর উপর উচ্চহারে কর

আরোপ করা উচিত - এই বক্তব্যটি নৈতিক। ইতিবাচক বক্তব্যে বক্তার মূল্যবোধ কিংবা পছন্দ প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু নৈতিক বক্তব্যে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কে বক্তার মতামত ফুটে ওঠে। অর্থনীতি ইতিবাচক বক্তব্য নিয়ে কাজ করে। নৈতিক বিচার করা অর্থনীতিবিদের কাজ নয়। তবে রাজনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের প্রায়ই নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই অর্থে অর্থনীতি একটি ইতিবাচক বিজ্ঞান (Positive Science)।

অর্থনীতিতে বিমূর্তন পদ্ধতি

অনেকেরই মনে হয় যে অর্থনীতি একটি বিমূর্ত তত্ত্ব এবং বাস্তবতার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। এই ব্যাপারটা একটু পরখ করে দেখা যাক্। আসলে বাস্তবতা খুবই জটিল এবং যে-কোন বাস্তব পরিস্থিতিতেই অসংখ্য তথ্য থাকে। কিন্তু সবগুলো তথ্যই তো আর আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যেমন ধরুন, আমরা জানতে চাই যে ভোক্তা সবজির বাজারে গিয়ে তাঁর সীমিত বাজেটে কোন্ সবজিটি কিনবেন তাই চিন্তা করছেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অনেক কিছুই অর্থনীতিবিদের উপেক্ষা করতে হয়, যেমন - বিক্রেতার জামার রং, বাতাসের গতি, কিংবা পাশের রাস্তায় যানবাহনের শব্দ। পরিস্থিতির বিশ্লেষণের জন্য আমরা মাত্র কয়েকটি তথ্য বেছে নিই, যেমন ক্রেতার পকেটে কত টাকা আছে এবং বিভিন্ন সবজির দাম কত। এই পদ্ধতিকেই বলা হয় *বিমূর্তন (abstraction)*। এই অর্থে অবশ্য শুধু অর্থনীতিই নয়, সব বিজ্ঞানই বিমূর্ত। জটিল বাস্তবতাকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যই বিমূর্তন প্রয়োজন।

জটিল বাস্তবতাকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বাস্তবে বিদ্যমান অনেকগুলো তথ্য থেকে মাত্র কয়েকটি তথ্যকে বেছে নেয়া হয় - এই পদ্ধতিকে বলা হয় বিমূর্তন

অর্থনীতিতে পূর্বধারণার ব্যবহার

অর্থনীতিতে প্রায়ই *পূর্বধারণা (assumption)* ব্যবহার করা হয়। বাস্তবে মানুষ সবসময় হিসাব-নিকাস করে চলে না এবং তার আচরণও খুব নিয়মবদ্ধ নয়। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা এই পূর্বধারণা ব্যবহার করেন যে, মানুষ যুক্তিসিদ্ধ (rational)। এই ধরনের কিছু পূর্বধারণা ব্যবহার না করলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সচরাচর ব্যবহার হয় এরকম আরেকটি পূর্বধারণার উদাহরণ নেয়া যাক। ধরুন, আমরা একটি পণ্যের দামের পরিবর্তনের ফলে সেই পণ্যের চাহিদার কী পরিবর্তন হয় তা জানতে চাই। সেইক্ষেত্রে আমরা বিশ্লেষণের সুবিধার খাতিরে ধরে নিই যে শুধু বিশেষ পণ্যটির দাম এবং তার চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে। অন্য সবকিছু স্থির। অন্য সবকিছু বলতে ভোক্তার আয়, রুচি, অন্যান্য পণ্যের দাম ইত্যাদি বোঝানো হচ্ছে। বাস্তবে এগুলির সবই পরিবর্তনশীল, কিন্তু অনেক সময় আমরা এই পুর্বধারণা পোষণ করে থাকি যে, মূল আলোচ্য বিষয়গুলো ছাড়া বাকি সবকিছু স্থির (given)।

অর্থনীতিবিদরা কোন অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ঐ তত্ত্বের সাঙ্গে সমপর্কিত অনেকগুলো তথ্যের মধ্যে মূল আলোচ্য বিষয়গুলো ছাড়া বাকীগুলোকে স্থির বলে অনুমান করে নেন, এধরনের অনুমানকে পূর্ব অনুমান বা পূর্বধারণা বলা হয়।

অনুশীলন
পাঁচটি ইতিবাচক ও পাঁচটি নৈতিক বক্তব্য লিখুন। ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সমাজের সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত’ - এটা কোন ধরনের বক্তব্য?

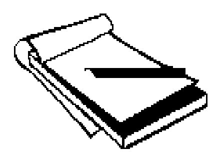

ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি

এতক্ষণ আমরা অথনীতির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলাম এবং অর্থনীতি বিজ্ঞানের কতগুলো বৈশিষ্ট্যও দেখলাম। কিন্তু এই পাঠ্যবইটির বিষয়বস্তু শুধু অর্থনীতি নয় - বরং ব্যষ্টিক অর্থনীতি। তাহলে আমাদের একটু বোঝা দরকার *ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Micro economics)* কী এবং *সমষ্টিক অর্থনীতি (Macro economics)* কী। তবে অর্থনীতির চিরাচরিত এই দুটি বিভাজন বোঝার আগে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি কী তা জানা দরকার ছিল এবং তাই আমরা এতক্ষণ সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি নিয়েই বিভিন্ন আলোচনা করলাম।

মূল গ্রীক শব্দ Micro অর্থ ‘‘ছোট’’ এবং Macro অর্থ ‘‘বড়’’। ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতিতে এই দুটি অর্থ কিছুটা বিদ্যমান, কিন্তু একেবারে আক্ষরিক অর্থে নয়। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একক কিভাবে কাজ করে, তা দেখা হয়। সেই একক ব্যক্তি, পরিবার অথবা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। আর সমষ্টিক অর্থনীতি দেখে, একটি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে। আপনারা যখন সমষ্টিক অর্থনীতি পাঠ করবেন, তখন জাতীয় আয়, নিয়োগ, ভোগ - এই ধরনের

প্রত্যয় পাবেন। এই প্রত্যয়গুলো সমষ্টিকরণের (Aggregation) ফলে পাওয়া যায়। কারণ একটি পরিবার কী পরিমাণ আয় পণ্য বা সেবা ভোগে ব্যয় করে তা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি এবং এটি ব্যষ্টিক অর্থনীতিরই প্রত্যয়। কিন্তু সমগ্র অর্থনীতিতে কিংবা গোটা দেশে মোট ভোগ কত, তা জানতে হলে আমাদের কোন না কোন ভাবে দেশের সকল মানুষের ভোগের সমষ্টি বা যোগফল বের করতে হবে। মোট ভোগ (Aggregate consumption) সমষ্টিক অর্থনীতিরই প্রত্যয়।

এ থেকে নিশ্চয় বোঝা যায় যে একটু আগে অর্থনীতির যে বিষয়বস্তু আমরা চিহ্নিত করেছিলাম, তা ব্যষ্টিক এবং সমষ্টিক অর্থনীতি, উভয়েরই বিষয়বস্তু। পার্থক্য এইটুকুই, যে ব্যষ্টিক অর্থনীতি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটিকে একটি এককের দিক থেকে দেখছে, আর সমষ্টিক অর্থনীতি একই সমস্যাটিকে সমগ্র দেশ বা অর্থনীতির দিক থেকে দেখাচ্ছে।

ব্যষ্টিক অর্থনীতি পাঠ করার সময় আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সমষ্টিক অর্থনীতির প্রত্যয়গুলোকে উপেক্ষা করি অর্থাৎ ভোক্তা বাজারে গিয়ে তাঁর সীমিত বাজেটে কোন্ সবজিটি কিনবেন, এটা বিবেচনা করার সময় আমরা ভুলে যাই দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা বেকারত্ব আছে কিনা। আবার সমষ্টিক অর্থনীতি পাঠের সময়, অর্থাৎ দেশের মুদ্রাস্ফীতি কিংবা বেকারত্ব সমস্যা বিবেচনার সময় আমরা লক্ষ লক্ষ ভোক্তার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই না। অর্থনীতি পাঠের জন্য ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি - দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সমস্যাকে ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে না পারলে অর্থনীতি পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই বইয়ে আমরা ব্যষ্টিক অর্থনীতির মূল বিষয়গুলো পর্যালোচনা করব। মনে রাখতে হবে, আমরা ইচ্ছে করেই সমষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করছি।

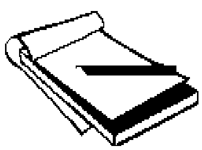

অনুশীলন
সমষ্টিক অর্থনীতির ৩টি ও ব্যষ্টিক অর্থনীতির ৪টি প্রত্যয়ের নাম লিখুন। কোন্টি ব্যষ্টিক ও কোন্টি সমষ্টিক অর্থনীতির প্রত্যয় লিখুন: দাম, মজুরী, সামগ্রিক ভোগ, মজুরীস্তর, দামস্তর।

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

অভাব	ইতিবাচক বক্তব্য
সীমাবদ্ধ সম্পদ	বিমূর্তন
মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা	পূর্বধারণা
সমাজ বিজ্ঞান	যুক্তিসিদ্ধ মানুষ
	ব্যষ্টিক অর্থনীতি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। কী কী কারণে অর্থনীতি পাঠ করা হয়?

২। আপনার দশটি অভাবের তালিকা তৈরি করুন।

৩। মানুষের অভাব অসীম - এই কথাটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৪। সম্পদ কাকে বলে?

৫। সম্পদ সীমাবদ্ধ কেন?

৬। মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটি কী?

৭। একটি ৮"×১১" কাগজে সুন্দর একটি চিত্রের মাধ্যমে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটি তুলে ধরুন। চিত্র আঁকার জন্য আপনার সৃষ্টিশীলতা ও কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করুন। চিত্রের উপযুক্ত শিরোনাম লিখে এটি আপনার পড়ার ঘরের দেয়ালে এঁটে দিন। ভবিষ্যতে আরও চিত্র আঁটার জন্যও দেয়ালে কিছু জায়গা খালি রাখুন।

৮। অর্থনীতির একটি সংজ্ঞা দিন।

৯। অর্থনীতির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করুন।

১০। অর্থনীতি কি সমাজ বিজ্ঞান? কেন?

১১। সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পার্থক্য কি?

১২। ইতিবাচক বক্তব্য কাকে বলে? দুটি উদাহরণ দিন (বই থেকে নয়)।

১৩। নৈতিক বক্তব্য কাকে বলে? দুটি উদাহরণ দিন।

১৪। নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলোর মধ্যে ইতিবাচক এবং নৈতিক বক্তব্য চিহ্নিত করুন।
   ক) বাংলাদেশে একটি কৃষিনির্ভর দেশ
   খ) বাংলাদেশের বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা উচিত নয়
   গ) গতবারের সরকারী বাজেটটি একটি গণবিরোধী বাজেট
   ঘ) গাড়ীর উপর শুল্ক কমানোর ফলে গাড়ীর দাম কমেছে

১৫। ইতিবাচক এবং নৈতিক - এই দুধরনের বক্তব্যের মধ্যে অর্থনীতিবিদরা কোন্ ধরনের বক্তব্য নিয়ে কাজ করেন?

১৬। অপর ধরনের বক্তব্য কাদের বিষয়?

১৭। বিমূর্তন কী? অর্থনীতিতে বিমূর্তন কেন ব্যবহৃত হয়?

১৮। পূর্বধারণা কী? অর্থনীতিতে কেন পূর্বধারণা ব্যবহৃত হয়?

১৯। ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী?

২০। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য দেখান।

২১। অর্থনীতি কোন্ ধরনের বিজ্ঞান?
   ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান
   খ) নীতিবাচক বিজ্ঞান
   গ) সমাজ বিজ্ঞান
   ঘ) কোনটিই নয়

২২। 'বাংলাদেশের অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় ধাণাঢ্য ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত' -এ বক্তটি
   ক) ইতিবাচক
   খ) নৈতিক
   গ) রাজনৈতিক
   ঘ) কোনটিই নয়

২৩। নিচের কোনটি ব্যষ্টিক অর্থনীতির প্রত্যয়
   ক) দামস্তর
   খ) মুদ্রাস্ফীতি
   গ) বেকারত্ব
   ঘ) মজুরী

পাঠ-২: অর্থনীতিতে চিত্রের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- অর্থনীতিতে চিত্রের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- চিত্রে কিভাবে দু'টি চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখান যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ঢাল কী ও তার ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- দ্বিমাত্রিক চিত্রের সাহায্যে তিনটি চলকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- চিত্র তৈরি ও ব্যাখ্যার সময় সাবধান না হলে কী কী ভুল হতে পারে তা বলতে পারবেন।

ভূমিকা

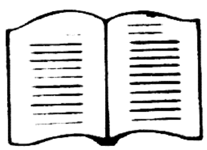

পত্র-পত্রিকায় অর্থনীতি বিষয়ে কোন নিবন্ধ পড়তে গিয়ে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, তাতে প্রায়ই বেশ কিছু চিত্র থাকে। অর্থনীতির যে-কোন বই ওল্টালেই অনেকগুলো চিত্র চোখে পড়ে।

এগুলো বুঝতে হলে চিত্র সম্বন্ধে কিছু সাধারণ ধারণা থাকা দরকার। যদি চিত্র সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই না থাকে তাহলে প্রথমে এটি আপনার কাছে কঠিন মনে হতে পারে।

কিন্তু এই পাঠটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখবেন যে, চিত্রের মূল নিয়মগুলো সহজ। চিত্র সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা পাওয়ার পর অর্থনীতির অনেক কিছুই সহজ ঠেকবে। এবং অর্থনীতি পাঠ আরও আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এই পাঠে চিত্র কী তা বোঝানো হয়েছে এবং এই বইয়ে যত চিত্র আছে তার সবই এই পাঠ শেখার পর আপনি বুঝতে পারবেন।

যে জিনিস অন্য পদ্ধতিতে খুব দীর্ঘ কিংবা জটিলভাবে বোঝানো যেত, তাকেই আবার চিত্র দিয়ে খুব সহজভাবে বোঝানো সম্ভব।

চিত্র জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। প্রচুর তথ্যকে অর্থপূর্ণভাবে সাজিয়ে সহজবোধ্য করে পরিবেশন করা হয় বলে চিত্র অত্যন্ত মূল্যবান পদ্ধতি। যে জিনিস অন্য পদ্ধতিতে খুব দীর্ঘ কিংবা জটিলভাবে বোঝানো যেত, তাকেই আবার চিত্র দিয়ে খুব সহজভাবে বোঝানো সম্ভব। এজন্যই অর্থনীতিতে চিত্রের ব্যাপক ব্যবহার।

দুই চলকের চিত্র

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে প্রায়ই আমাদের দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে হয়। যেমন ধরুন, বাজারে পণ্যের দাম ও পরিমাণ, কিংবা উৎপাদনের খরচ ও উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক। এখন চলুন আমরা অর্থনীতিতে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, সে ধরনের একটি রেখার চিত্র নিয়ে আলোচনা করি।

চাহিদা রেখা

‘চাহিদাবিধি (Law of Demand)’ অর্থনীতিতে একটি বহুল ব্যবহৃত বিধি। এই বইয়ের পরবর্তী পাঠগুলোতে আপনি ‘চাহিদাবিধি’ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারবেন। এ পাঠে আমরা আলোচনা করছি চাহিদারেখা সম্পর্কে । মূলত: ‘চাহিদারেখা’ হচ্ছে ‘চাহিদাবিধির’ লেখচিত্র উপস্থাপনা (diagramatic presentation) অর্থাৎ ‘চাহিদাবিধিতে’ বাজারে পণ্যের দাম ও পণ্যের চাহিদার পরিমাণের মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক (causal relationship) ইংগিত করা হয়, তা লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলে ‘চাহিদারেখা’ পাওয়া যায়। চলুন একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা ‘চাহিদারেখা’ তে কিভাবে দুটো চলকের সম্পর্ক দেখানো হয় তা দেখে নিই।

> ‘চাহিদাবিধিতে’ বাজারে পণ্যের দাম ও পণ্যের চাহিদার পরিমাণের মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক ইংগিত করা হয় তা লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলে ‘চাহিদারেখা’ পাওয়া যায়।

চিত্র ১.২ মশুর ডালের চাহিদারেখা

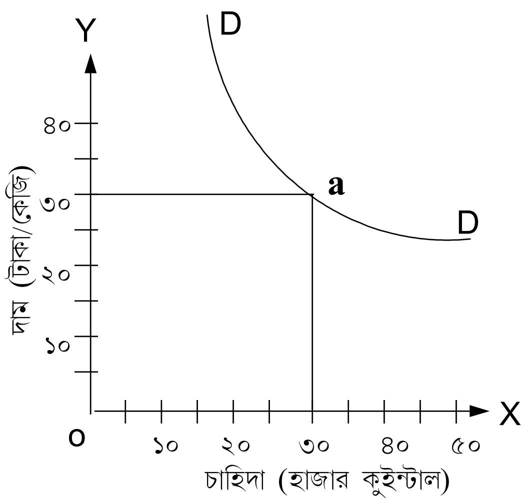

চিত্র ১.২ -এ অনুভূমিক (horizontal বা ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল) OX রেখাটি চাহিদার পরিমাণ দেখাচ্ছে। লম্ব (vertical) OY রেখাটি দাম নির্দেশ করছে। এই রেখাগুলোকে যথাক্রমে অনুভূমিক অক্ষ বা X-অক্ষ এবং লম্ব অক্ষ বা Y-অক্ষ বলা হয়। অক্ষদুটো O বিন্দুতে ছেদ করছে। O বিন্দুকে উৎস (origin) বলা হয়। এই চিত্রে DD একটি রেখা যেটি বিভিন্ন দামে মশুর ডালের চাহিদার পরিমাণ দেখাচ্ছে, একে আমরা চাহিদা রেখা বলি।

এখন, চাহিদা রেখার যে কোন একটি বিন্দু ধরে নিন। ওই বিন্দু থেকে X অক্ষে একটি লম্ব রেখা এবং Y অক্ষে একটি লম্ব রেখা টানুন। দুই অক্ষে আমরা দুটি বিন্দু পাচ্ছি; অর্থাৎ চাহিদা রেখার প্রতিটি বিন্দুর জন্য এক জোড়া সংখ্যা পাচ্ছি। এই একজোড়া সংখ্যার একটি দাম এবং অন্যটি চাহিদার পরিমাণ বোঝাচ্ছে অর্থাৎ কী দামে চাহিদার পরিমাণ কত হবে, তা আমরা এই চাহিদা রেখা থেকে সহজে বের করতে পারি। যেমন ধরুন, DD চাহিদা রেখায় a একটি বিন্দু। a বিন্দু থেকে বাঁদিকে লম্ব অক্ষ পর্যন্ত একটি অনুভূমিক রেখা এবং নীচের দিকে অনুভূমিক অক্ষ পর্যন্ত একটি লম্ব রেখা আঁকলাম। রেখা দুটি অক্ষ দুটিকে কোন্ কোন্ বিন্দুতে ছেদ করল তা লক্ষ্য করলাম। এ থেকে আমরা বুঝি যে, এক কেজি মশুর ডালের দাম ৩০ টাকা হলে চাক্তাইয়ে ঐ বিশেষ মুহূর্তে চাহিদার পরিমাণ হবে ৩০ হাজার কুইন্টালের একটু বেশী। একটু খেয়াল করলে

এটাও লক্ষ্য করবেন যে, মশুর ডালের দাম একটু কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়বে আবার দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমবে।

সুতরাং, চাহিদা রেখার মাধ্যমে যেভাবে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হল, ঠিক সেভাবে রেখার মাধ্যমে যে-কোন দুটি সম্পর্কিত চলকের মধ্যেকার সম্পর্ক দেখানো যেতে পারে।

ঢাল (Slope) কী ও তার পরিমাপ

একটি রেখার ঢালের মান ও চিহ্ন দুটো চলকের মধ্যে আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা, সম্পর্ক থাকলেও সেটা কোন্ ধরনের? - এ ব্যাপারে ইংগিত দেয়।

ডানদিকে সরার সময় একটি রেখা নিচের দিকে নামলো, নাকি ওপরের দিকে উঠল, সেটা অর্থনীতিতে প্রায়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এটাকে রেখার **ঢাল** দিয়ে দেখানো হয়। আপনি একটি রেখার ঢালের মান ও চিহ্ন দেখেই বলতে পারবেন দুটো চলকের মধ্যে আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা, আর সম্পর্ক যদি থাকে তাহলে সেটা কোন্ ধরনের? যেমন, যদি একটি রেখার ঢাল ০ (শূন্য) হয় তাহলে বোঝা যায় চলকদ্বয়ের মধ্যে কোন সম্পর্কই নাই, যদি ঢাল ধনাত্মক হয় তাহলে বোঝা যায় চলকদ্বয়ের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক (direct relation) বিদ্যমান, যদি ঢাল ঋণাত্মক হয় তাহলে বোঝা যায় চলকদ্বয়ের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক (inverse relation) বিদ্যমান।

চিত্র ১.২ এ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে চাহিদা রেখা DD ডানদিকে নিম্নগামী। সেজন্যই দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। এ ধরনের যে সকল রেখার ক্ষেত্রে একটি চলক বাড়লে অপরটি কমে অর্থাৎ দুটি চলকের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক থাকে, সেই রেখাগুলোর ঢাল ঋণাত্মক।

চিত্র ১.৩ চার রকমের ঢাল বিশিষ্ট চারটি সরলরেখা

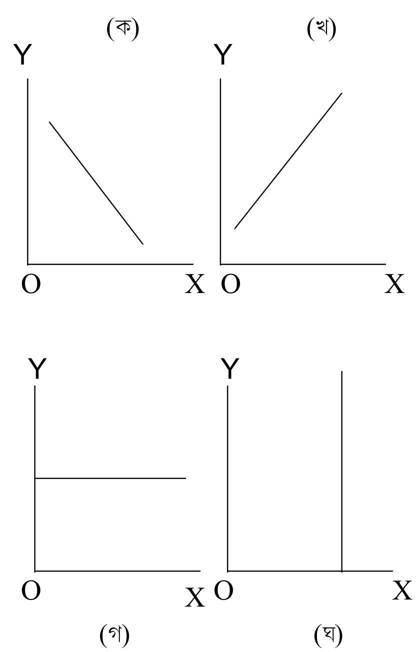

চিত্র ১.৩ এ চার রকমের ঢাল বিশিষ্ট চারটি রেখা আছে। **ক** রেখাটির ঢাল ঋণাত্মক। এখানে X ও Y চলক দুটি যথাক্রমে অনুভূমিক এবং লম্ব অক্ষ বরাবর মাপা হয়েছে। চলক দুটির মধ্যে সম্পর্ক বিপরীত, অনেকটা চিত্র ১.২-এর মত। X চলক বাড়লে Y চলক কমে। **খ** রেখাটির ঢাল ধনাত্মক, কারণ X ও Y -এর পরিবর্তন একই রকম অর্থাৎ X বাড়লে Y বাড়ে, X কমলে Y কমে। **গ** রেখাটির ঢাল শূন্য, কারণ X এর যে মানই থাকুক না কেন, Y এর কোন পরিবর্তন নেই। **ঘ** রেখাটির ঢাল অসীম, কারণ Y এর যেই মানই থাকুক না কেন, X এর কোন পরিবর্তন নেই বা

X এর মান পরিবর্তন হলে Y এর মান কত হবে বুঝা যাচ্ছে না। এখন চলুন কিভাবে একটি সরল রেখার ঢাল পরিমাপ করা হয় তা দেখে নিই।

ঢাল পরিমাপের মূল সূত্রটি হচ্ছে নিম্মরূপ :

ঢাল = লম্ব দূরত্ব ÷ অনুভূমিক দূরত্ব

চিত্র ১.৪ এ তিনটি সরল রেখার ঢাল পরিমাপ করে দেখানো হল।

চিত্র ১.৪ সরল রেখার ঢাল পরিমাপ

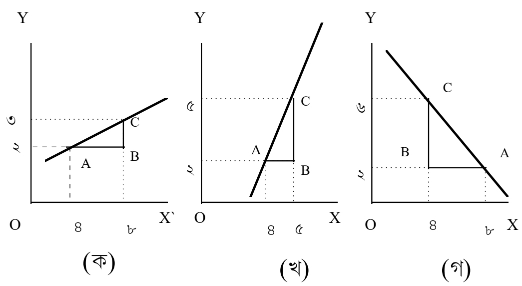

চিত্র ১.৪ এর **ক** রেখার ঢাল পরিমাপ করার জন্য দেখলাম যে, ৪ (=৮-৪) একক অনুভূমিক দূরুত্ব BA-র জন্য ১ (=৩-২) একক লম্ব দূরত্ব CB পাই। সুতরাং রেখাটির ঢাল = CB÷BA = ১÷ ৪ =০.২৫। **খ** রেখার ১ একক অনুভূমিক দূরত্ব BA-র জন্য ৩ একক লম্ব দূরত্ব CB- পাই । সুতরাং রেখাটির ঢাল = CB ÷ BA = ৩÷ ১ = ৩ । **গ** রেখার ঢাল = CB ÷ BA = -৪÷ ৪ = -১।

চিত্র ১.৪ এর প্রথম দুটি রেখার ঢাল ধনাত্মক, কারণ দুটি রেখাই ডানদিকে উর্ধগামী অবশ্য **খ** রেখাটি **ক** রেখার চেয়ে বেশি খাড়া অর্থাৎ **খ** রেখার ঢাল **ক** রেখার চেয়ে বেশী। কিন্তু **গ** রেখাটির ঢালের মানের সামনে চিহ্ন কেন? এই জন্য যে, রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী, অর্থাৎ এর ঢাল ঋণাত্মক।

সরল রেখার ঢাল সকল বিন্দুতে একই থাকে কিন্তু বক্ররেখার ঢাল একেক বিন্দুতে একেক রকম হয়।

এই পর্যন্ত আমরা যত রেখার ঢাল নিয়ে আলোচনা করলাম, সবগুলোই সরলরেখা। একটি সরল রেখার ঢাল সকল বিন্দুতে একই থাকে। তাই BA, CB দুরত্বগুলো আমরা রেখাটির যে-কোন জায়গাতেই মাপতে পারি। কিন্তু বক্ররেখার ঢাল একেক বিন্দুতে একেক রকম হয়।

অনুশীলন
পাঁচটি সরলরেখা আকুঁন যাদের ঢাল যথাক্রমে ১, ০.২৫, ০.৩৩, ০.৫, ২। নিম্নগামী সরলরেখার ঢালের চিহ্ন কী হবে?

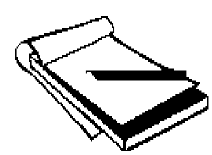

চিত্র ১.৫ -এ চারটি বক্ররেখা দেখানো হল। **ক** রেখাটির ঢাল আগাগোড়াই ঋণাত্মক এবং **খ** রেখার ঢাল আগাগোড়া ধনাত্মক। কিন্তু **গ** রেখাটির বাঁদিকের অংশে ঢাল ধনাত্মক হলেও আমরা রেখা বরাবর যখন ডান দিকে সরতে থাকি তখন এক পর্যায়ে ঢাল ঋণাত্মক হয়ে যায়। আর **ঘ** রেখাটির বাঁদিকের অংশে ঢাল ঋণাত্মক ও ডান দিকের অংশে ঢাল ধনাত্মক।

চিত্র ১.৫ বিভিন্ন ঢাল বিশিষ্ট চারটি বক্ররেখা

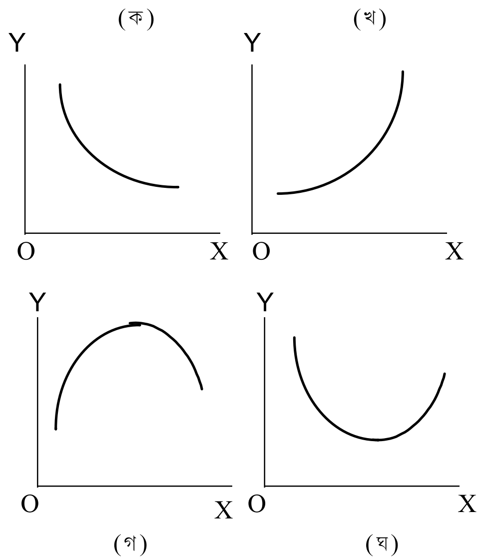

কিন্তু **বক্ররেখার ঢাল** কিভাবে পরিমাপ করবেন? বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করার জন্য, যেই বিন্দুতে ঢাল পরিমাপ করতে চাই সেই বিন্দুতে এমন একটি সরল রেখা আঁকতে হবে যেটি সেই বিশেষ বিন্দুতে বক্ররেখাটিকে স্পর্শ করে, কিন্তু ছেদ করে না। এ রকম সরলরেখাকে রেখাটির স্পর্শক (tangent) বলা হয়। এখন স্পর্শকটির ঢাল পরিমাপ করলেই আপনি ঐ বিশেষ বিন্দুতে বক্ররেখাটির ঢাল পেয়ে যাবেন অর্থাৎ ঐ বিশেষ বিন্দুতে বক্ররেখাটির ঢাল হচ্ছে স্পর্শকটির ঢালের সমান। এভাবে আপনি একটি বক্ররেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্পর্শক অংকন করে, বিভিন্ন বিন্দুতে বক্ররেখাটির ঢাল পরিমাপ করতে পারবেন। একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, বিভিন্ন বিন্দুতে বক্ররেখাটির ঢাল ও (চিহ্ন বা মানের দিক থেকে) বিভিন্ন। চিত্র ১.৬ এ একটি বক্ররেখার দুটি বিন্দুতে স্পর্শক এঁকে বিন্দু দুটিতে বক্ররেখাটির ঢাল পরিমাপ করে দেখানো হল।

চিত্র ১.৬ বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ

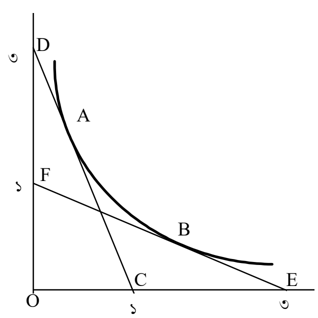

চিত্র ১.৬ -এ A বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁকা হল। A বিন্দুতে বক্ররেখাটির ঢাল A বিন্দুতে স্পর্শক সরলরেখাটির ঢালের সমান অর্থাৎ A বিন্দুতে বক্ররেখাটির ঢাল = দূরত্ব DO ÷ দূরত্ব OC = ৩÷১ = ৩ আবার একই বক্ররেখার B বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁকা হল। B বিন্দুতে বক্ররেখাটির ঢাল হচ্ছে B বিন্দুতে স্পর্শক সরলরেখাটির ঢালের সমান অর্থাৎ, B বিন্দুতে ঢাল = দূরত্ব FO ÷ দূরত্ব OE = $\frac{-১}{৩}$ = - $\frac{১}{৩}$। এখানে লক্ষনীয় যে, একটি সরল রেখার ঢাল রেখাটির সকল বিন্দুতে একই থাকে, কিন্তু একটি বক্র রেখার ঢাল বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন হয়।

এখন, চিত্র ১.৫ এ ফিরে গিয়ে চেষ্টা করে দেখি রেখাগুলোর ঢাল বের করতে পারি কিনা? একটি স্কেল নিয়ে সেটিকে এমন ভাবে বসান যেন সেটি কোন এক বিন্দুতে রেখাটির স্পর্শক হয়। স্কেলটি যদি ডানদিকে নিম্নগামী হয় তাহলে সেই বিন্দুতে রেখাটির ঢাল ঋণাত্মক। স্কেলটি উর্ধগামী হলে ঢাল ধনাত্মক। চিত্র ১.৫ এ (গ) রেখাটির যেই অংশটি পাহাড়ের চূড়ার মত, তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে স্পর্শক একেবারেই অনুভূমিক হয়ে যাবে অর্থাৎ সেই বিন্দুতে ঢাল শূন্য। একইভাবে (ঘ) রেখাটির সর্বনিম্ন বিন্দুতেও ঢাল শূন্য।

অনুশীলন
একটি বক্ররেখা আকুঁন এবং তার উপর A, B, C, D চারটি বিন্দু নিন ও বিন্দুগুলোতে বক্ররেখাটির ঢাল পরিমাপ করুন।

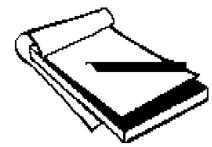

রশ্মিরেখা ও ৪৫° রেখা

চিত্র ১.৭ এ যে তিনটি রেখা দেখানো হল, সেগুলোকে রশ্মিরেখা (Rays) বলা হয়। রশ্মিরেখা উৎস O কে ছেদ করে এবং এর ছেদক ০ (শূন্য)। অর্থনীতিতে রশ্মিরেখা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যার দৃষ্টান্ত আপনি পরের কয়েকটি পাঠেই পাবেন। চিত্রে রশ্মিরেখা OA অনুভূমিক অক্ষের উপর ৪৫° কোনে আঁকা হয়েছে, এবং দুটি অক্ষে সমান মাপের একক বসিয়ে মেপে দেখবেন যে, উৎস O থেকে হয়েছে যে কোন বিন্দু P র লম্ব দূরত্ব এবং সমান্তরাল দূরত্ব সমান। অর্থাৎ OA রেখার উপর ঢাল ১। যেহেতু লম্ব দূরত্ব ÷ অনুভূমিক দূরত্ব = ১। আবার OB রেখাটি OA র তুলনায় খাড়া, সুতরাং OB রেখার ঢাল ১ এর বেশি এবং OC রেখাটি OA র তুলনার সমতল, তাই OC রেখার ঢাল ১ এর কম।

যে সব রেখা উৎস O কে ছেদ করে এবং এদের ছেদক ০ (শূন্য) সে সব রেখাকে রশ্মিরেখা বলে।

চিত্র ১.৭ রশ্মিরেখা ও ৪৫° রেখা

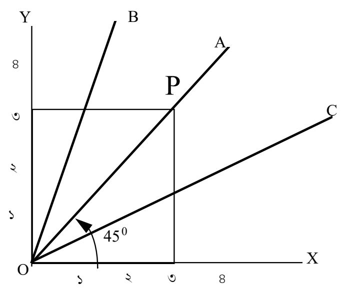

তিনটি চলকের চিত্র

অর্থনীতিতে একাধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখানোর জন্য আমরা চিত্র ব্যবহার করি। কিন্তু আলোচনা সহজ করার জন্য দুটি চলকের চিত্র বেশি ব্যবহার করি। তাছাড়া কাগজের পৃষ্ঠদেশের মাত্র দুটি মাত্রা আছে, তাই পৃষ্ঠায় দুই চলকের চিত্র আঁকাই সহজ। কিন্তু কোন কোন সময় দুটির বেশি চলকের সম্পর্ক দেখার দরকার হয়। যেমন ধরুন, আমরা জানতে চাইতে পারি যে, কতটুকু জমিতে কতটা সার প্রয়োগ করলে কত ফসল পাওয়া যায়। এখানে জমি, সার ও ফসলের পরিমাণ হচ্ছে তিনটি চলক।

তিনটি চলকের চিত্র দেখানোর জন্য একটি চমৎকার পদ্ধতি আছে। একে বলা হয় *কন্টুর মানচিত্র (Contour)*। ভূগোলের বই খুললে হয়তো দেখতে পান মানচিত্রে বৃত্তের মত একেকটি অংশে একেকটি তাপমাত্রা দেয়া আছে। সুতরাং প্রতিটি বিন্দুতে তিনটি চলকের মান পাচ্ছি: অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং তাপমাত্রা।

তিনটি চলকের চিত্র দেখানোর জন্য একটি চমৎকার পদ্ধতি আছে। একে বলা হয় কন্টুর মানচিত্র।

অর্থনীতিতে কন্টুর মানচিত্র অবশ্য দেখতে একটু অন্য রকম। চিত্র ১.৮ দেখুন।

চিত্র ১.৮ কন্টুর মানচিত্র

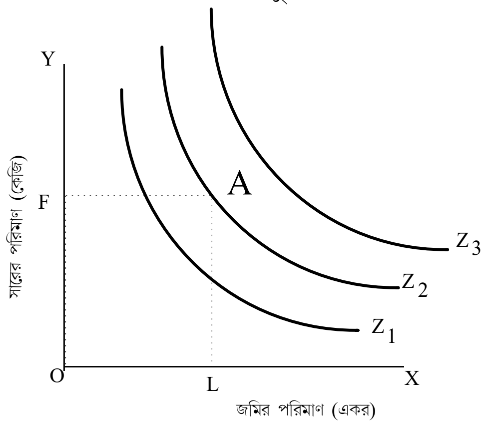

চিত্র ১.৮ -এ জমি থেকে প্রাপ্ত ফসলের তিনটি পরিমাণ দেখানো হচ্ছে Z_1, Z_2 এবং Z_3 দ্বারা। চিত্রের প্রতিটি রেখায় তিনটি চলকের মান দেখাচ্ছে। এটা বুঝার জন্য Z_2 রেখার উপর A একটি বিন্দু নিন। অতঃপর A বিন্দু থেকে একটি লম্ব এবং একটি অনুভূমিক রেখা এঁকে X অক্ষে জমির পরিমাণ OL এবং Y অক্ষে সারের পরিমাণ OF পাই। আবার এটাও জানতে পারি যে A বিন্দুতে ফসলের পরিমাণ Z_2 । এভাবে আমরা চিত্রের মাধ্যমে জমি, সার ও ফসলের পরিমাণ -এ তিনটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখতে পাই। পরের পাঠগুলোতে এই ধরনের চিত্রের দুটো উদাহরণ পাবো। যথা - নিরপেক্ষ রেখা (Indifference Curve) এবং সম উৎপাদন রেখা (Iso-Quant)।

চিত্রের অপব্যবহার

চিত্রের মাধ্যমে যেমন অর্থনীতির অনেক সঠিক তথ্য প্রদান করা সম্ভব, তেমনি আবার একটু অসাবধানতার কারণে বা চিত্রের ভুল প্রয়োগের কারণে মারাত্মক ত্রুটিরও সম্ভাবনা রয়ে যায় তা আপনি নীচের কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারবেন।

চিত্র ১.৯ এ বাংলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (Gross Domestic Product, সংক্ষেপে GDP) টাইম সিরিজ [১] দেখানো হয়েছে। টাকার মূল্যমান বিবেচনায় না এনে পুরু রেখাটি আঁকা

চিত্র ১.৯ বাংলাদেশের মোট
অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)

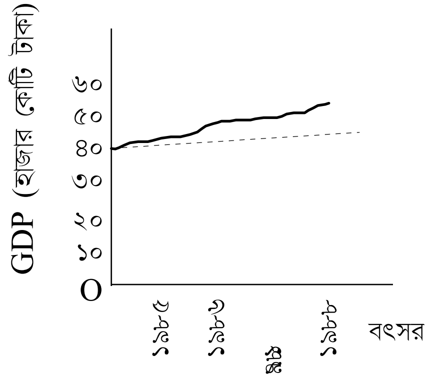

[১] সময়ের (কালের) ব্যবধানে কোন চলকের পরিবর্তন চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলে তাকে বলা হয় টাইম সিরিজ (Time Series) চিত্র। এবিষয়টি আপনার পরিসংখ্যান কোর্সে বুঝানো হয়েছে।

হয়েছে। এটা দেখে মনে হয় যে, বাংলাদেশের জিডিপি বেশ বেড়েছে। কিন্তু টাকার মূল্যমান হ্রাসের কথা বিবেচনা করে উপাত্তগুলোকে ‘শুদ্ধ (adjust)’ করার পর যে সিরিজটি পাই তাকে ফাঁকযুক্ত (ভাঙ্গা) রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে। এটি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, আসলে জিডিপি (GDP) অতটা বাড়েনি, যতটা আগে মনে হয়েছিল। এজন্যই রেখা আঁকার সময় এবং ব্যাখ্যা

করার সময় একটু সাবধান হওয়া দরকার। আবার জিডিপিকে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে আমরা *মাথাপিছু উৎপাদন* পাই। সেই রেখাটি আঁকলে দেখতাম যে, আসলে দেশের উৎপাদন (বা আয়) আরও কম বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হল এই যে, ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্য সময়ে জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে।

মোট জাতীয় উৎপাদন বা জি ডি পি কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু উৎপাদন পাওয়া যায়।

চিত্রের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আরেক ধরনের ভুল হতে পারে, চিত্রে যদি উৎস O না দেখানো হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে চিত্র ১.১০ দেখানো হল।

চিত্র ১.১০ - বাংলাদেশের পাট দ্রব্যের উৎপাদন

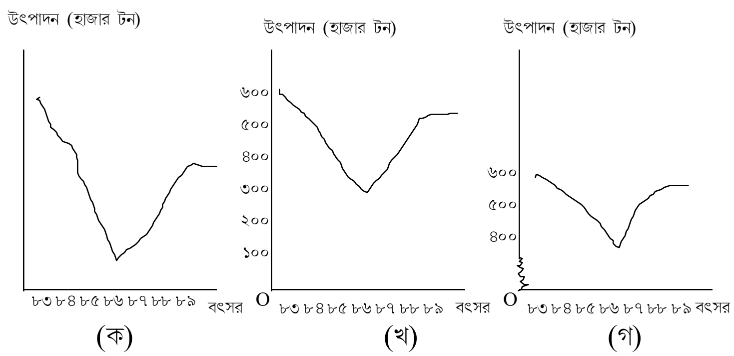

চিত্র ১.১০ -এ বিভিন্ন বৎসরে বাংলাদেশে পাট দ্রব্যের উৎপাদন (হাজার মেট্রিক টন) দেখানো হয়েছে। **ক** চিত্রে উৎস দেখানো হয়নি। **খ** চিত্রে উৎস আছে। **গ** চিত্রে Y অক্ষে একটি ছেদ দেখানো হয়েছে।

ক চিত্রটিতে উৎস O দেখানো হয়নি। তাই মনে হচ্ছে যেন ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশে পাট দ্রব্যের উৎপাদন প্রায় শূন্যের কোটায় ঠেকেছিল। কিন্তু **খ** চিত্রে উৎস থাকাতে বুঝতে পারছি যে, আসলে পাট দ্রব্যের উৎপাদন ১৯৮৬ সালে কমলেও, ততটা কমেনি, তবে **খ** চিত্রটিতে রেখাটির নীচে অনেকটা ফাঁকা জায়গা থেকে যাওয়াতে এটি দৃষ্টি নন্দন হয়নি। তাই **গ** চিত্রটিতে উৎসের ঠিক ওপরে Y অক্ষে একটি ‘ছেদ’ দেখানো হয়েছে। চিত্র ১.১০ এ উৎসের অবস্থানের কারণে একই উপাত্ত থেকে তিন ধরনের চিত্র পেয়েছি। এছাড়াও আবার এককের ব্যবহারের জন্য এবং চিত্রে রেখার ঢালের জন্য ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

চিত্র ১.১১ -এ একই উপাত্ত থেকে অংকিত দুটি রেখা দেখানো হল। Y অক্ষে বিভিন্ন দূরত্বে

চিত্র ১.১১ - বাংলাদেশে বিভিন্ন বৎসরে ধান উৎপাদন

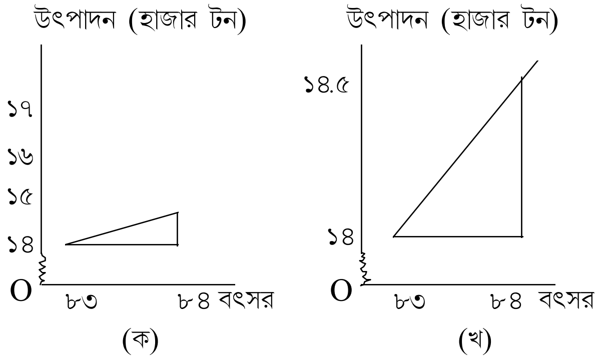

একক বসানো হয়েছে। ডান দিকের রেখাটি বেশি খাড়া মনে হলেও আসলে দুটি রেখারই ঢাল সমান।

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

চিত্র	X অক্ষ
অক্ষ	লম্ব অক্ষ
উৎস	ঢাল
চাহিদারেখা	স্পর্শক
দাম	সরলরেখা
চাহিদার পরিমাণ	টাইম সিরিজ
অনুভূমিক অক্ষ	ছেদ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. অর্থনীতিতে চিত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্য
   ক. বিষয়টিকে জটিল করে দেখানো
   খ. পাঠটিকে দৃষ্টিনন্দন করা
   গ. জটিল বিষয় সহজ করে দেখানো
   ঘ. গণিত সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ব্যক্ত করা।
২. চিত্র ব্যবহারের ফলে
   ক. লেখার আকার বাড়ে
   খ. কম পরিসরে অনেক তথ্য দেয়া যায়
   গ. লেখাটি সুন্দর হয়
   ঘ. শৈল্পিক দক্ষতা বাড়ে।
৩. চিত্রের মাধ্যমে কী দেখানো হয়?
   ক. একাধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক
   খ. একাধিক রেখার মধ্যে সম্পর্ক
   গ. চাহিদার দাম
   ঘ. চাহিদার পরিমাণ
৪. চাহিদা রেখা দেখায়
   ক. শুধুমাত্র চাহিদার পরিমাণ
   খ. শুধুমাত্র দামের হ্রাসবৃদ্ধি
   গ. দাম ও চাহিদার সম্পর্ক
   ঘ. দাম ও অভাবের সম্পর্ক
৫. সরল রেখার ঢাল
   ক. সকল বিন্দুতে একই থাকে
   খ. প্রথমদিকে ধনাত্মক শেষের দিকে ঋণাত্মক
   গ. প্রথমদিকে ঋণাত্মক শেষের দিকে ধনাত্মক
   ঘ. বিভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন হয়
৬. বক্ররেখার ঢাল
   ক. সকল বিন্দুতে একই রকম হয়
   খ. সবসময় ধনাত্মক হয়
   গ. সবসময় ঋণাত্মক হয়
   ঘ. বিভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন হয়
৭. রশ্মিরেখা
   ক. ভূমি অক্ষকে ছেদ করে
   খ. লম্ব অক্ষকে ছেদ করে
   গ. উৎস বিন্দুকে ছেদ করে
   ঘ. কোনটিকেই ছেদ করে না
৮. নীচের কোন রেখাটির ঢাল ১
   ক. ৩৫° রেখা
   খ. ৪০° রেখা
   গ. ৬৫° রেখা
   ঘ. ৪৫° রেখা

৯. ৪৫$^{\circ}$ রেখার চাইতে সমতল রেখার ঢাল

ক. ১ এর বেশী

খ. ১ এর কম

গ. ১

ঘ. কোনটিই নয়

১০. কন্টুর মানচিত্রে

ক. তিনটি চলকের চিত্র দেখানো হয়

খ. দুইটি চলকের চিত্র দেখানো হয়

গ. চারটি চলকের চিত্র দেখানো হয়

ঘ. পাঁচটি চলকের চিত্র দেখানো হয়

১১. টাইম সিরিজ চিত্র দেখায়

ক. শুধুমাত্র সময়ের পরিবর্তন

খ. শুধুমাত্র চলকের পরিবর্তন

গ. সময়ের ব্যবধানে চলকের পরিবর্তন

ঘ. কোনটিই নয়

১২. অর্থনীতিকে চিত্রের ব্যবহার কেন প্রয়োজন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

১৩. দুই চলকের চিত্র ও তিন চলকের চিত্রের মধ্যে মৌলিক তফাৎটা কি? অর্থনীতিতে ব্যবহৃত ২টি দুইচলকের চিত্র ও ২টি তিনচলকের চিত্রের উদাহরণ দিন।

১৪. কন্টুর মানচিত্র কি?

১৫. চিত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ-৩: অর্থনৈতিক সংগঠনের মুল সমস্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষ করলে আপনি

- অর্থনৈতিক সমাজের তিনটি মৌলিক সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- উৎপাদনের উপাদান কী কী তা বলতে পারবেন
- তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবেন
- উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানা এঁকে বাছাই ও সুযোগ ব্যয়ের ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- হ্রাসমান উৎপাদন বিধির সংজ্ঞা বর্ণনা পারবেন।

অর্থনৈতিক সংগঠনের তিনটি সমস্যা

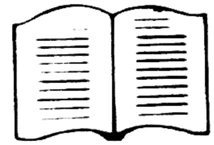

যে-কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই মানুষ কতগুলো সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাগুলো সব কালে এবং সব দেশেই উপস্থিত, যদিও এদের সমাধান ভিন্নভাবে হতে পারে। এই ইউনিটের প্রথম পাঠেই আমরা মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটির কথা জানতে পেরেছিলাম। এটি হচ্ছে অসীম অভাব এবং সীমাবদ্ধ সম্পদের মধ্যে অসমতার সমস্যা। এটিকে একটু বিশ্লেষণ করলেই আমরা অর্থনৈতিক সংগঠনের তিনটি সমস্যা পাই।

১। ***বাছাইয়ের সমস্যাঃ*** কি কি পণ্য উৎপাদিত হবে? কত পরিমাণে পণ্যগুলো উৎপাদিত হবে? বাংলাদেশে যত জমি আছে, তাতে আমরা শুধু তামাক চাষ করতে পারি অথবা শুধু ধান চাষ করতে পারি অথবা বিভিন্ন শস্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ চাষ করে দেখতে পারি। কিন্তু বাস্তবে এই সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে নেয়া হয়? প্রতিটি অর্থনৈতিক সমাজ (বা সংগঠন) এই প্রশ্নের বা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এটিকে আমরা বাছাইয়ের সমস্যা বলতে পারি, কারণ সম্ভাব্য অসংখ্য বিকল্প সিদ্ধান্ত থেকে কয়েকটি বাছাই করতে হয়।

২। ***প্রযুক্তির সমস্যাঃ*** কিভাবে পণ্য উৎপাদিত হবে? আমরা চাইলে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করতে পারি, আবার শুধু লাঙ্গল ব্যবহার করেও চাষ করতে পারি। কাপড় উৎপাদনের জন্য তাঁতিদের বাড়ীতে চিরাচরিত তাঁত ব্যবহার করতে পারি অথবা তাঁতকলের আধুনিক তাঁতযন্ত্রও ব্যবহার করতে পারি। প্রতিটি অর্থনৈতিক সমাজকে এই সমস্যারও সমাধান করতে হয়। এই ধাঁচের সমস্যাকে আমরা প্রযুক্তির সমস্যা বলতে পারি।

৩। ***বন্টনের সমস্যাঃ*** কার জন্য পণ্য উৎপাদিত হবে? দেশে বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু সবাই তো আর সমান ভাবে বিভিন্ন পণ্য ভোগ করার অধিকার পাচ্ছে না। কারও বাড়ীতে রঙীন টিভি, ভিসিআর, দামী গাড়ী আছে, আবার কোন কোন পরিবারে দুবেলা খাবারও জোটে না। কে ঠিক করে দেয় কার কতটুকু ভোগের অধিকার থাকবে? এই সমস্যাটি অর্থনৈতিক সংগঠনের তিন নম্বর সমস্যা। একে আমরা বন্টনের সমস্যা বলতে পারি।

তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক সমাজের তিনটি মূল সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হয়, তার উপরই নির্ভর করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি কী ধরনের। অর্থাৎ, কী কী পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে, কোন্ প্রযুক্তির মাধ্যমে উপাদানগুলো মিশ্রিত হচ্ছে উৎপাদনের জন্য এবং উৎপাদিত দ্রব্যগুলো কাদের মধ্যে কিভাবে বন্টিত হচ্ছে - এগুলোই আমাদের জন্য বিবেচ্য প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুযায়ী আমরা তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিহ্নিত করতে পারি ঃ

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাজারের মাধ্যমে মৌলিক তিনটি সমস্যার সমাধান করা হয়। এখানে ভোক্তা সার্বভৌম

১। ***বাজার অর্থনীতি (Market Economy) বা পুঁজিবাদী অর্থনীতি:*** এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাজারের মাধ্যমে মৌলিক তিনটি সমস্যার সমাধান করা হয়। এখানে ভোক্তা সার্বভৌম (Sovereign) অর্থাৎ তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর পছন্দ প্রয়োগ করতে পারবেন। সরকার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে হস্তক্ষেপ করে না এখানে ব্যক্তি মালিকানার প্রাধান্য থাকে। যেই পণ্য উৎপাদন করলে মুনাফা বেশী হবে, প্রতিষ্ঠানগুলো সেই পণ্যই উৎপাদন করে। এভাবে বাছাইয়ের সমস্যার সমাধান হয়। যেই প্রযুক্তিতে খরচ কম হবে বা উৎপাদন লাভজনক হবে তা দিয়েই উৎপাদন করে। এভাবে প্রযুক্তির সমস্যাটির সমাধান হয়। আর শ্রম ও মালিকানার ভিত্তিতে মজুরী ও সম্পদ আয় সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ঠিক করেন তিনি কিভাবে তাঁর আয় ব্যবহার করে ভোগ করবেন। এভাবেই বন্টনের সমস্যাটির সমাধান করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্র কিংবা কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা মৌলিক তিনটি সমস্যার সমাধান করে দেয়।

২। ***নির্দেশ অর্থনীতি (Command Economy) বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি:*** এই ধরনের অর্থনীতিতে রাষ্ট্র কিংবা কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা মৌলিক তিনটি সমস্যার সমাধান করে দেয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের অধিকাংশের মালিক রাষ্ট্র। অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী নেয়া হয়। এখানে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ও হস্তক্ষেপ দ্বারা ভোক্তার স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়। আশির দশক পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে অনেকটা এ ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্দেশ অর্থনীতিতে ভোক্তার ভোগের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশিত হয়। একইভাবে, কিভাবে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হবে তাও নির্দেশিত প্রযুক্তির মাধ্যমে হয়। এখানে উৎপাদনকারী প্রযুক্তি পছন্দ করেন না। যে প্রযুক্তি দেশের স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত বলে সরকার মনে করেন তাই ব্যবহৃত হয়। সবশেষে, যেহেতু উৎপাদনকারী কোন ব্যক্তিস্বত্তা নন তাই এই ব্যবস্থায় আয় ও তার বন্টনও নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার কর্তৃক। মোট কথা অর্থনীতির তিনটি মৌলিক সমস্যা সরকার-প্রদত্ত সূত্র অনুযায়ী সমাধান করা হয়।

মিশ্র অর্থনীতিতে বাজারের কার্যকারিতা এবং সরকারী হস্তক্ষেপ, উভয়ের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়।

৩। ***মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy):*** বাস্তবে পূর্ণ অর্থে বাজার অর্থনীতি বা নির্দেশ অর্থনীতি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কারণ প্রতিটি অর্থনীতিতেই কিছুটা হলেও সরকারী হস্তক্ষেপ থাকে, আবার যে কোন ব্যবস্হাতেই আংশিকভাবে হলেও বাজার কার্যকর থাকে। মিশ্র অর্থনীতিতে বাজারের কার্যকারিতা এবং সরকারী হস্তক্ষেপ, উভয়ের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপান মুলতঃ বাজার অর্থনীতি হলেও সেখানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা রয়েছে। সরকার অনেকাংশে বাজারের কার্যকারিতায় প্রভাব বিস্তার করে, জনকল্যানমূলক সেবা প্রদান করে এবং পরিবেশ দূষণ ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। সেই অর্থে এই দেশগুলোকে মিশ্র অর্থনীতি বলা যায়। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন এবং চীনে ব্যাপক সংস্কারনীতি গ্রহণের পর থেকে সেই সব দেশেও বাজারের ভূমিকা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসলে বাজার অর্থনীতি এবং নির্দেশ অর্থনীতি - উভয়েরই কিছু ক্রটি রয়েছে, তাই মিশ্র অর্থনীতি চালু রাখা হয়।

এখন চিত্র ১.১২ লক্ষ্য করুন। এটি চিত্র ১.১ -এরই একটি বর্ধিত চিত্র। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আমরা কেন এবং কিভাবে তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিহ্নিত করি।

চিত্র ১.১২ ঃ তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

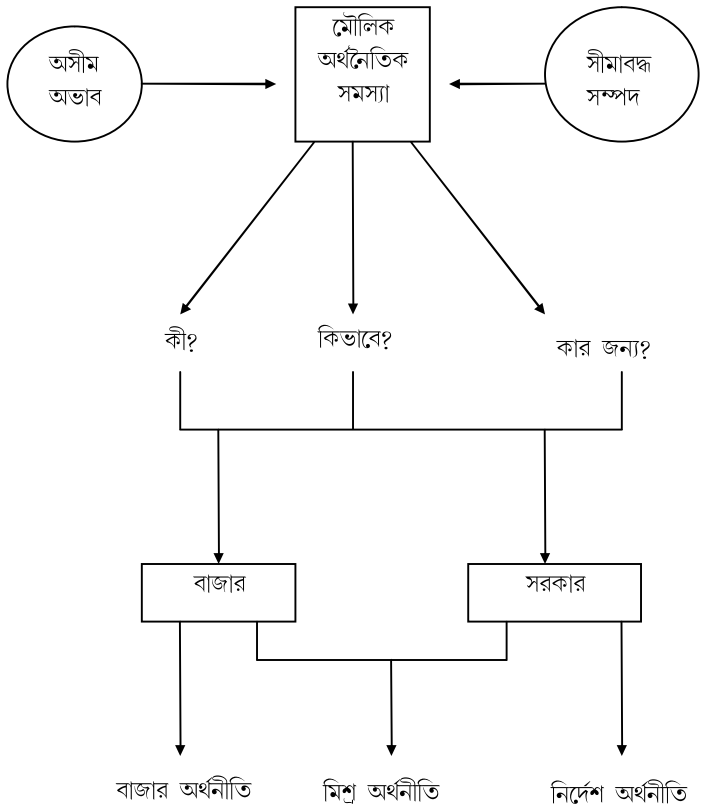

অনুশীলন
বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, মিশর, উত্তর কোরিয়া, কিউবা, পোল্যান্ড, আর্জেন্টিনা -এ দেশগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিহ্নিত করুন ও লিখুন। বাজার অর্থনীতির উপরোক্ত সংগা অনুসারে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে বাজার অর্থনীতি বলে অবহিত করা যায় কিনা? চিন্তা করুন ও লিখুন।

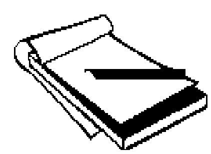

উৎপাদনের উপকরণসমূহ

যে সকল পণ্য ও সেবা অন্য পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে উপকরণ বলা হয়।

যে সকল পণ্য ও সেবা অন্য পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে উপকরণ (Inputs) বলা হয়। আর ভোগের জন্য অথবা ভবিষ্যৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এমন সব পণ্য ও সেবাকে উৎপাদিত দ্রব্য (Outputs) বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে কৃষিতে শ্রম, সার, বীজ, পানি, জমি - এগুলো উপকরণ। আর ধান, গম, আঁখ, তামাক, আলু - এগুলো সবই উৎপাদিত দ্রব্য।

প্রথম পাঠে আমরা দেখেছি যে অসীম অভাব মেটানোর উপায়, অর্থাৎ সম্পদ, সীমিত। অভাব মেটানোর জন্য পণ্য (ও সেবা) প্রয়োজন। আবার এই পণ্যগুলি উৎপাদনের জন্য উপকরণ প্রয়োজন। উপকরণগুলোকে উৎপাদনের তিন ধরনের উপাদানে (Factors of Production) বিভক্ত করা হয় :

১। ***ভূমি অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ:*** এগুলো হচ্ছে প্রকৃতির উপহার। চাষের জমি, মাটির নীচের প্রাকৃতিক গ্যাস, অকরিক লোহা , বন-জঙ্গল, নদীর পানি, এমন কি বাতাস এগুলো সবই ভূমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ।

২। ***শ্রম:*** শ্রম ছাড়া কোন উৎপাদনই সম্ভব নয়। শ্রমিক, কৃষক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, বিজ্ঞানী - এদের সবার শ্রমই উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩। ***পুঁজি:*** যে-সকল পণ্যের সাহায্যে অন্য পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা হয় তাকে পুঁজি বলে। উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়সমূহই পুঁজি। মেশিন, কম্পিউটার, লাঙ্গল, ট্রাক্টর, হাতুড়ি - এগুলো সবই পুঁজি-দ্রব্য।

এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে, এই তিনটি উপকরণ পৃথক পৃথক ভাবে কোন উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। প্রয়োজন হয় সমন্বয় সাধনের। অর্থাৎ এক খন্ড জমিতে কী পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি নিয়োজিত হবে সে সিদ্ধান্ত যিনি নিয়ে থাকেণ তাঁকে সাধারণভাবে সংগঠক বলা হয় এবং এই উপকরণটি ছাড়া উৎপাদন সম্ভব হয় না।

অন্যান্য উপকরণের সাথে এই উপকরণ (সংগঠন) পৃথক এই অর্থে যে অন্যান্য উপকরন যেখানে নির্দিষ্ট মূল্যে পাওয়া যায় এই উপকরণটি (সংগঠন) সেখানে কোন নির্দিষ্ট মূল্যে পাওয়া যায় না। উপকরণটি উৎপাদন আয়ের অবশিষ্টের (Residual) মালিক। তাই মুনাফা হলে আয় হয় আর ক্ষতির সম্মূখীন হলে এই উপকরণটিই উৎপাদনের দায়ভার বহন করে।

বাছাই ও সুযোগ ব্যয়

প্রথম পাঠেই আমরা জেনেছি যে মানুষের অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমাবদ্ধ। এটিই মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। কিন্তু এটাও বুঝতে হবে যে, আমাদের অনেকগুলো বিকল্প উপায়ের মধ্য থেকে কতগুলো উপায় বাছাই (Choice) করে নিতে হবে। এই বাছাইয়ের উপরই নির্ভর করছে আমাদের কোন্ অভাবগুলো মিটবে, আর কোন্গুলো অপূর্ণ থাকবে। কারণ, আমরা যা-ই বাছাই করি না কেন, অসীম অভাবগুলোর মধ্যে থেকে সবগুলো তো আর পূরণ করতে পারব না! ভোক্তা যখন সবজির বাজারে গিয়ে চিন্তা করেন কোন্ সবজিগুলো তিনি কিনবেন আর কোন্গুলো কিনবেন না, তখন তিনি অনেকগুলো বিকল্প সিদ্ধান্তের মধ্য থেকে কোন একটি বাছাই করতে বাধ্য হন। আবার একটি দেশ যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে সীমিত সম্পদ দিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যের বদলে সমরাস্ত্র ক্রয় করা হবে, তখনও সে-দেশটি বাছাইয়ের সম্মুখীন হচ্ছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিনিয়তই আমাদের বাছাই করতে হয়। একটি বাছাই করলে অনেকগুলো বিকল্প ত্যাগ করতে হয়। ত্যাজ্য বিকল্পটিকে গৃহীত বাছাইয়ের সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) বলা হয় অর্থাৎ ভোক্তা যদি ৫০ টাকার সব্জি কিনে থাকেন, তাহলে ৫০ টাকার ঐ সবজিগুলোর সুযোগ ব্যয় হতে পারে আধা কেজি মাংস, অথবা একটি উপন্যাস অথবা তিনটি সিনেমার টিকেট অথবা পাঁচটি লটারির টিকেট। ভোক্তার সামনে ৫০ টাকা খরচ করার অনেকগুলো বিকল্প উপায় ছিল। তিনি যেটি বাছাই করলেন, তার সুযোগ ব্যয় হচ্ছে সেই উপায়গুলো, যেগুলো তিনি বাছাই করেননি বা ত্যাগ করেছেন।

> পুঁজিদ্রব্য হচ্ছে সকল উৎপাদিত দ্রব্য যেগুলো অন্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। যেমন, তাঁতযন্ত্র, কমপিউটার, লাঙ্গল, ট্রাকটর, হাতুড়ি, এগুলো সবই পুঁজিদ্রব্য।

একইভাবে আমরা পুঁজিদ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে বাছাইয়ের ব্যাপারটা দেখতে পারি। পুঁজিদ্রব্য হচ্ছে সেই সকল দ্রব্য যেগুলো অন্য দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। যেমন- তাঁতযন্ত্র, কমপিউটার, লাঙ্গল, ট্রাক্টর, হাতুড়ি, এগুলো সবই পুঁজিদ্রব্য। পুঁজিদ্রব্য দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোন অভাব পূরণ করা যায় না। কিন্তু পরোক্ষভাবে পুঁজিদ্রব্য অভাব পূরণে সাহায্য করে, কারণ ওগুলো দিয়ে এমন সব দ্রব্য উৎপাদন হয় যেগুলো দিয়ে সরাসরি অভাব পূরণ হয় । ভোগদ্রব্য সরাসরি মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে। যেমন- পোশাক,চাল, আলু, টিভি, সিনেমার টিকেট ইত্যাদি। আমরা যদি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করার জন্য আমাদের সকল সম্পদ ব্যবহার করে ফেলি, তাহলে সেই দ্রব্যগুলি ভোগ হয়ে যাওয়ার পর আর কিছুই উৎপাদন করতে পারব না, কারণ আমাদের কাছে কোন পুঁজিদ্রব্য থাকবে না । আবার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে গিয়ে যদি শুধুই পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন করি, তাহলে আমাদের অনেক দিন না খেয়ে থাকতে হবে অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত না সার, ট্রাক্টর, বীজ, এগুলো উৎপাদিত হয়ে আবার ধান, চাল, উৎপাদন করে দিচ্ছে, ততদিন আমাদের ডাল-ভাত ছাড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং বোঝা যাচেছ যে, একই সঙ্গে কিছু ভোগদ্রব্য এবং কিছু পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন করতে হয়। কিন্তু কতগুলো ভোগদ্রব্য এবং কতগুলো পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন

করব? এই ধরনের প্রশ্নও বাছাইয়ের প্রশ্ন। বাছাই এবং সুযোগ ব্যয়ের ধারণাগুলো উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানার (Production Posibility Frontier, PPF) মাধ্যমে বোঝা যায়।

উৎপাদন সম্ভাব্য সীমানা

চিত্র ১.১৩ -য় একটি উৎপাদন-সম্ভাব্য রেখা দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে চিত্র সম্বন্ধে যা শিখেছেন তা যদি এখন স্মরণ করেন, তাহলে এটি বুঝতে কোন অসুবিধে হবে না। যে-দুটো পণ্যের মধ্যে বাছাই করতে হবে, সে-দুটো পণ্যকে দুই অক্ষে রাখা হয়। আমাদের উদাহরণ অনুযায়ী চিত্র ১.১৩ -য় লম্ব অক্ষতে ভোগ্যদ্রব্য এবং ভূমি অক্ষতে পুঁজিদ্রব্য ধরা হয়েছে। নির্ধারিত পরিমাণ উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন সম্ভব। তাহলে আমরা কোন পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন না করে শুধু ২০ একক ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারি, যেমনটা ক বিন্দুতে দেখা যাচ্ছে। আবার উল্টোটা দেখা যাচ্ছে ঘ বিন্দুতে,

চিত্র ১.১৩ - উৎপাদন সম্ভাব্য সীমানা, PPF

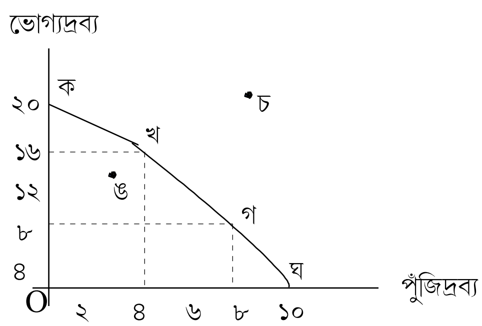

যেখানে কোন ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন না করে শুধু পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন করা হচ্ছে। অর্থাৎ ১০ একক পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের জন্য ২০ একক ভোগ্যদ্রব্য ত্যাগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ১০ একক পুঁজিদ্রব্যের সুযোগ ব্যয় ২০ একক ভোগ্যদ্রব্য এবং ২০ একক ভোগ্যদ্রব্যের সুযোগ ব্যয় ১০ একক পুঁজিদ্রব্য। চিত্রটিতে আরও দুটো সংমিশ্রণ দেখানো হয়েছে খ এবং গ বিন্দুতে। গ বিন্দু থেকে খ বিন্দুতে সরে গেলে, বাড়তি ৮ (=১৬-৮) একক ভোগ্যদ্রব্য লাভ করার জন্য ৪ (=৮-৪) একক পুঁজিদ্রব্য ত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ৮একক বাড়ানোর সুযোগ ব্যয় ৪ একক পুঁজিদ্রব্য।

উৎপাদন-সম্ভাব্য রেখা এমন একটি চিত্র যা একটি অর্থনীতিতে বিদ্যমান সীমিত সম্পদ দিয়ে উৎপাদনযোগ্য দ্রব্যের সকল সম্ভাব্য সংমিশ্রণ দেখায়।

চিত্র ১.১৩ -য় কখগঘ বক্ররেখাটি অর্থনীতির উৎপাদন-সম্ভাব্য রেখা বা সীমানা। যখন অর্থনীতিটি এই রেখার কোন এক বিন্দুতে থাকছে, তখন অর্থনীতিটি তার উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানায় অবস্থান করছে। অর্থনীতি এই সীমানায় অবস্থান করার অর্থ হচ্ছে যে, সেটি দক্ষভাবে উৎপাদন করছে।

দক্ষতা বলতে আমরা বুঝি সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার। একটি দক্ষ অর্থনীতিতে অপচয় এবং অব্যবহৃত সম্পদ থাকে না।

দক্ষতা (Efficiency) বলতে আমরা বুঝি সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার। একটি দক্ষ অর্থনীতিতে অপচয় এবং অব্যবহৃত সম্পদ থাকে না। দক্ষ অর্থনীতি তার উৎপাদন - সম্ভাব্য রেখায় অবস্থান করে। সেই অবস্থায় একটি পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে গেলেই অন্য পণ্যের উৎপাদন কমাতে হয়।

চিত্র ১.১৩ -য় দুটি বিন্দু দেখা যাচ্ছে, ঙ এবং চ। ঙ এমন একটি বিন্দু যেখানে অন্য পন্যের উৎপাদন না কমিয়েও একটি পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এখানে অর্থনীতিটি অদক্ষ, কারণ

নির্ধ ারিত সম্পদগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে না। আসলে উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানার নিচের সমস্ত অঞ্চলটিই ক বিন্দুর মত অদক্ষতা নির্দেশ করছে।

একই চিত্রে উৎপাদন সম্ভাব্য সীমানার ওপরে একটি বিন্দু আছে-চ। নির্ধারিত সম্পদ ব্যবহার করে এই অর্থনীতির পক্ষে চ বিন্দুতে পৌছানো অসম্ভব। চ বিন্দুতে যেতে হলে ভোগ্যদ্রব্য এবং পুঁজিদ্রব্য উভয়েরই উৎপাদন বাড়াতে হয়, যা সম্ভব নয়। উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানার উপরের দিকে পুরো অঞ্চলটি অসম্ভব। সুতরাং আমরা দেখলাম যে, উৎপাদন-সম্ভাব্য রেখার মাধ্যমে দক্ষতা বিচার করা সম্ভব, আবার সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটিত্ত প্রকাশ করা সম্ভব।

প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা

উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানার সাহায্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও দেখানো যায়। অর্থাৎ কিভাবে একটি দেশ অনুন্নত অর্থনীতি থেকে সমৃদ্ধির দিকে উন্নতি লাভ করে তাও দেখা যায়।

সম্ভাবনা	X দ্রব্য	Y দ্রব্য
ক	০	১৫
খ	১	১৪
গ	২	১২
ঘ	৩	৯
ঙ	৪	৫
চ	৫	০

ছক ১.১ : উৎপাদন সম্ভাবনার অনুসূচী

চিত্র ১.১৪ অনুসূচী অনুযায়ী অঁঙ্কিত উৎপাদনসম্ভাব্য
সীমানা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

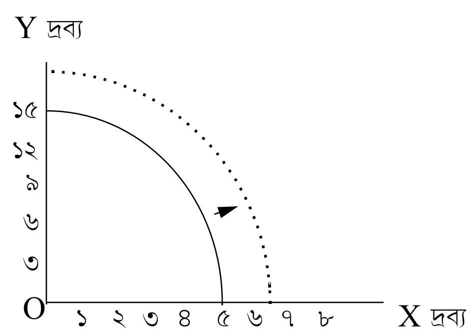

ছক ১.১-এ একটি দেশের উৎপাদন সম্ভাবনার অনুসূচী (Schedule) দেয়া আছে। এই অনুসূচীতে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ - এই ছয়টি সম্ভাবনার একটি তালিকা দেয়া আছে। ধরে নেয়া হয়েছে, দেশের সব সম্পদ ব্যবহার করে দুটি দ্রব্য X ও Y -এর বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন করা সম্ভব। তার মধ্যে ৬টি সংমিশ্রণ দেয়া আছে। অনুসূচী দেখে বোঝা যায় যে, দেশটি সব সম্পদ ব্যবহার করে শুধু Y দ্রব্য উৎপাদন করতে চাইলে ১৫ একক Y উৎপাদন করতে পারে। আর শুধু X উৎপাদন করতে চাইলে ৫ একক X উৎপাদন করতে পারে। এছাড়াও X ও Y -এর বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন করতে পারে। এই অনুসূচী অনুযায়ী চিত্র ১.১৪ -য় একটি উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানা আঁকা হয়েছে। আপনি নিজেও চেষ্টা করে অনুসূচী দেখে উৎপাদন-সম্ভাব্য রেখাটি আঁকুন। প্রথমে ছয়টি সম্ভাবনার জন্য ছয় জোড়া সংখ্যা দেখে নিন। তারপর X ও Y অক্ষ থেকে মাপ নিয়ে ছয় জোড়া সংখ্যার জন্য ছয়টি বিন্দু ক, খ, গ, ঘ, ঙ ও চ আঁকুন। তারপর বিন্দুগুলা একটি পুরু রেখার মাধ্যমে জোড়া লাগিয়ে নিন। এই পুরু রেখাটিই আপনার আঁকা উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা। দ্বিতীয় পাঠে চিত্র আঁকার যে নিয়মগুলো শিখেছিলেন সেগুলো এখানে কাজে লাগবে।

এখন দেখুন, এই অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে কী হয়? অর্থনীতিতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এখন অধিক পরিমাণে উৎপাদনের উপাদান ব্যবহার করে X এবং Y উভয়েরই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এর ফলে উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানাটি উপরের দিকে বা বাইরের দিকে স্থানান্তরিত (Shifting to the right) হয়ে যায়। প্রবৃদ্ধির পর যে উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানাটি পাওয়া যায়, তা চিত্র ১.১৪ -এ ভগ্নরেখাটি দিয়ে দেখানো হয়েছে। এরপর যদি অর্থনীতিতে আরও প্রবৃদ্ধি ঘটে, তাহলে উৎপাদন - সম্ভাব্য সীমানাটি আরও বাইরের দিকে স্থানন্তরিত হবে। তখন আমরা ভগ্নরেখাটিরও উপরের দিকে আরেকটি নতুন উৎপাদন - সম্ভাব্য রেখা পাব।

অনুশীলন
অর্থনীতিতে যে সম্পদ রয়েছে তার পুরোটা ব্যবহার করে দুটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন করা যায় তার একটি কাল্পনিক ছক তৈরী করুন। অতঃপর ছকটি ব্যবহার করে উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা আকুঁন। অর্থনীতিতে যদি একটি নতুন তেলের খনি আবিষ্কৃত হয় তাহলে উৎপাদন সম্ভাব্যরেখার কী পরিবর্তন হয় তা চিত্রের সাহায্যে দেখান।

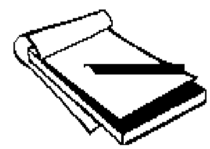

হ্রাসমান উৎপাদন বিধি

এভাবে সম্পদ বৃদ্ধির ফলে বেশী পরিমাণে উপকরণ ব্যবহার করতে পারলে উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু অন্য সকল উপকরণের পরিমাণ স্থির রেখে শুধু একটি উপকরণ বাড়ালে কী হয়? এক্ষেত্রে উপকরণ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক পাওয়া যায় তা একটি সূত্র বা বিধির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সূত্রটির নাম হ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Returns)।

হ্রাসমান উৎপাদন বিধিঃ অন্যান্য উপকরণের পরিমাণ স্থির রেখে শুধু একটি উপকরণের পরিমাণ বাড়াতে থাকলে যে বাড়তি উৎপাদিত দ্রব্য পাওয়া যাবে, তার পরিমাণ ক্রমাগতভাবে কমতে থাকবে।

মজার বিষয় হল হ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি মূলতঃ উদ্ভিদ তথা কৃষিবিজ্ঞানের বিষয়। কোন এক একর জমিতে অন্যান্য উপকরণ ঠিক থেকে যদি সারের পরিমাণ বাড়ানো হয় তবেই দেখা যাবে একসময় উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে আসছে।

ছক ১.২ - এর দিকে তাকালে ব্যাপারটা আরও খোলাসা হবে।

ধরুন একটি খামারে জমি পরিমাণ নির্ধারিত, অর্থাৎ স্থির। এখন আমরা ক্রমশ : সেই খামারটিতে শ্রমের পরিমাণ বাড়াতে থাকি।

শ্রমের একক	মোট উৎপাদিত (কেজি)	বাড়তি উৎপাদিত ধান (কেজি)
০	০	
১	১০,০০০	১০,০০০
২	১৮,০০০	৮,০০০
৩	২৪,০০০	৬,০০০
৪	২৮,০০০	৪,০০০

ছক ১.২: হ্রাসমান উৎপাদন বিধি।

ছক ১.২ - এ দেখা যাচ্ছে ১ম একক শ্রম প্রয়োগ করার পর ধানের ১০,০০০ কেজি বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয় একক শ্রম প্রয়োগের পর বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে ৮,০০০ কেজি। এভাবে শ্রমের প্রয়োগ বাড়ানোর ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু হ্রাসমান হারে। এটি অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত বিধি।

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

অর্থনৈতিক সংগঠনের তিনটি সমস্যা	নির্দেশ অর্থনীতি
উপকরণ	বাছাই
উৎপাদিত দ্রব্য	সুযোগ ব্যয়
উৎপাদনের উপাদান	ভোগদ্রব্য
পুঁজি	উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানা
বাজার অর্থনীতি	দক্ষতা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। অর্থনৈতিক সমাজের তিনটি মৌলিক সমস্যা কী?

২। উৎপাদনের উপাদান কাকে বলে? তিন ধরনের উপাদান কী?

৩। উৎপাদনের তিন ধরনের উপাদান হিসেবে আলাদা করে দেখান : লেদ মেশিন, কচু ক্ষেত, ড্রাইভার, পেট্রল, কম্পিউটার অপারেটর, সোনার খনি, স্ক্রু-ড্রাইভার।

৪। তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

৫। তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিসের ভিত্তিতে চিহ্নিত হয় তা ব্যাখ্যা করে একটি সুন্দর চিত্র আঁকুন (চিত্র ১.১২-র মত, কিন্তু আপনার নিজস্ব কল্পনাশক্তি ও শিল্প প্রতিভা ব্যবহার করে)। ছবিটি আপনার পড়ার ঘরের দেয়ালে অন্য ছবিগুলোর পাশে টাঙ্গিয়ে রাখুন।

৬। ভোগদ্রব্য কাকে বলে? পুঁজিদ্রব্য কাকে বলে?

৭। উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা কাকে বলে?

৮। X ও Y দ্রব্য উৎপাদনের একটি অনুসূচী দেয়া হল:

X ৮ ৬ ৫ ৩ ০

Y ০ ৫ ৭ ১০ ১২

ক) অনুসূচীর ভিত্তিতে উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানা এঁকে দেখান

খ) Y এর উৎপাদন ৭ থেকে ১০ এককে বাড়ানোর সুযোগ ব্যয় X এর এককে প্রকাশ করুন।

গ) চিত্রটিতে সম্ভাব্য অঞ্চল ও অসম্ভব অঞ্চল নির্দেশ করুন।

ঘ) চিত্রটির মাধ্যমে দক্ষতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

ঙ) এই অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ঘটলে চিত্রে কী পরিবর্তন হবে?

৯। হ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করুন।

১০। উৎপাদন সম্ভাব্য রেখার নিচের বিন্দু দেখায়

ক) অর্থনৈতিক দক্ষতা

খ) অর্থনৈতিক অদক্ষতা

গ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

ঘ) কোনটিই নয়

১১। হ্রাসমান উৎপাদন বিধিতে অনুমান করা হয়

ক) দুইটি উপকরণ পারিবর্তনশীল

খ) তিনটি উপকরণ পরিবর্তনশীল

গ) একটি উপকরণ পরিবর্তনশীল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির

ঘ) কোনটিই নয়

১২। অর্থনীতিতে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা

ক) ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়

খ) বামদিকে স্থানান্তরিত হয়

গ) স্থির থাকে

ঘ) কোনটিই নয়

১৩। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সরকারী হস্তক্ষেপ

ক) অনুপস্থিত

খ) কম

গ) বেশী

ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৪: আধুনিক অর্থনীতিতে বাজার ও সরকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাজারের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- বাজার কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকার ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন
- রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাজারের পটভূমি

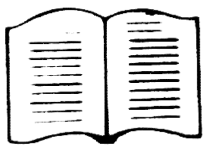

বাজারের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রাচীন কাল থেকেই বাজার গড়ে উঠেছে এবং তার বিকাশ হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিতে বাজার অপরিহার্য। অবশ্য বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত কিনা এবং সরকারের কতখানি হস্তক্ষেপ করা উচিত, এ নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। মধ্যযুগে ইউরোপ এবং এশিয়ার অনেক দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর স্থানীয় সরকার এবং নাগরিক গিল্ডের নিয়ন্ত্রণ থাকত। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিয়ন্ত্রণই উঠে যেতে থাকল। ইউরোপ এবং আমেরিকায় গত শতাব্দি ছিল Laissez-faire (মুক্ত বাজারনীতি)- এর যুগ। এই নীতির অর্থ হচ্ছে এই যে, অর্থনীতির সিদ্ধান্তগুলো বাজারে স্বাধীনভাবে নেয়া হবে, সরকার হস্তক্ষেপ করবে না।

কিন্তু এই শতাব্দির গোড়ার দিকে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে যার ফলে বাজারের ওপর সরকারী কর্তৃত্ব বাড়তে থাকে। নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দেশে বাজারের কর্মকান্ড সীমিত করে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও জনকল্যাণের খাতিরে অর্থনীতিতে সরকারের সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আরও সম্প্রসারণ ঘটে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলোও আরও সরকারী হস্তক্ষেপের দিকে ঝোঁকে। উপনিবেশবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন স্বাধীন দেশগুলোও দ্রুত অগ্রগতি এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র নির্মাণের আশায় সরকারী হস্তক্ষেপের ওপর জোর দেয়।

কিন্তু ৮০ এবং ৯০ এর দশকে অনেকগুলো পরিবর্তন ঘটে যা বাজারের ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিগুলোতে ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে আনা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনাগুলো বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে, বাজার কিভাবে কাজ করে এবং একটি আধুনিক অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা কি রকম হতে পারে। আসুন তাহলে এখন আমরা এবিষয়ে আলোচনা করি।

বাজারের কর্মকান্ড

বাজারের কর্মকান্ড একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। নইলে, ধরুন ঢাকা শহরে এতগুলো লোক প্রতিদিন কাজ করে যাচ্ছে, এদের উৎপাদিত দ্রব্য ঠিকই বিক্রী হয়ে যাচ্ছে, তাদের সৃষ্ট সেবার ক্রেতাও ঠিক মিলে যাচ্ছে, মানুষ তাদের আয় থেকে টাকা খরচ করে যা-যা জিনিস কিনতে চাইছে ঠিক সেগুলোই তারা পেয়ে যাচ্ছে - এতকিছু কিভাবে একসঙ্গে ঘটে যাচ্ছে? দেখে মনে হতে পারে এসব কিছুর পেছনে কারও নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে কিংবা এতগুলো লোকের কর্মকান্ড সমন্বয় করার জন্য কোন বিরাট এবং ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। আসলে কিন্তু তা নয়। এতকিছু সম্ভব হচ্ছে বাজারের জন্য। সচেতনভাবে কেউ এত লোকের কর্মকান্ড সমন্বয় করছে না। বাজার এসবকিছু করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। **এ্যাডাম স্মিথ** বাজারের এই বিস্ময়কর কর্মকান্ডকে তুলনা করেছিলেন ''অদৃশ্য হস্তের'' (Invisible Hand) সঙ্গে।

বাজারের কর্মকান্ডের কথা চিন্তা করলে মনে হতে পারে যে এটি শুধু বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। কিন্তু এর ফলে যে অগণিত মানুষের কাজকর্মের অসচেতন, স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় হয়ে যাচ্ছে, তা অস্বীকার করা যায় না। অথচ কেউ বাজার তৈরি করে দেয়নি। এটি হাজার হাজার বছরের

বিবর্তনের ফলে আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। তাহলে দেখা যাক্ বাজার কিভাবে এই বিস্ময় সৃষ্টি করে।

চিরাচরিত অর্থে বাজার বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থান বোঝানো হয় যেখানে পণ্য বেচাকেনা হয়। যেমন - চট্টগ্রামের রেয়াজুদ্দীন বাজার, কুমিল্লার বাদশামিয়ার বাজার, সিলেটের জিন্দাবাজার অথবা ঢাকার নিউ মার্কেট। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে বাজারের অনেক রূপান্তর ঘটে গেছে। যেমন- ***ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড*** একটি বাজার যেখানে দেশী-বিদেশী ক্রেতা ও বিক্রেতারা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকানার দলিল বেচাকেনা করে। বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে দিয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতার যোগাযোগ হয় এবং দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় অর্থাৎ, বাজার এমন একটি মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে একটি পণ্যের দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ হয়।

বাজার ব্যবস্থায় সবকিছুরই দাম থাকে। পণ্যের মূল্য (value) কে টাকায় প্রকাশ করলে দাম (Price) পাওয়া যায় অর্থাৎ, মানুষ যেই হারে পণ্য বিনিময় করে, তা-ই দাম। দামের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতারা কতগুলো ইঙ্গিত পায়। যেমন, ক্রেতাদের মধ্যে যদি কোন কারণে মশুর ডাল ভোগ করার প্রবণতা বেড়ে যায়, তাহলে এটা লক্ষ্য করে বিক্রেতারা মশুর ডালের দাম বাড়িয়ে দেবে এবং দাম বেড়ে গেলে উৎপাদকরা বেশী মুনাফার আশায় উৎপাদনও বাড়িয়ে দেবে। আবার কোন কারণে যদি মুদির দোকানগুলোতে প্রচুর মশুর ডাল বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে সেগুলো বিক্রি করার আশায় বিক্রেতারা দাম কমিয়ে দেবে। ফলে ক্রেতারা বেশী কিনতে চাইবে, অন্যদিকে উৎপাদকরা দাম কম দেখে উৎপাদন কমিয়ে দেবে এবং এতে করে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য তৈরি হবে। শুধু ভোগ্যদ্রব্যের জন্য নয়, দাম এভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতাদেরকে ইঙ্গিত পাঠায়।

> পণ্যের মূল্য কে টাকায় প্রকাশ করলে দাম পাওয়া যায়।

দামের মধ্য দিয়েই বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বয় হয়। দাম বাড়লে ক্রেতারা নিরুৎসাহিত হয় এবং উৎপাদকরা উৎসাহিত হয়। আবার দাম কমলে ক্রেতারা উৎসাহিত হয় এবং উৎপাদকরা নিরুৎসাহিত হয়। দামই বাজার ব্যবস্থার চালিকা শক্তি। দামের মাধ্যমে যোগান (Supply) এবং চাহিদার (Demand) মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যেই দামে ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণ এবং বিক্রেতাদের বিক্রয়ের পরিমাণ সমান হয়, সেই দামেই বাজারে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাজার ও মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান

আমরা তৃতীয় পাঠে দেখেছি যে, কোন অর্থনৈতিক সমাজেরই তিনটি সমস্যা সমাধান করতে হয়। আমরা এও জেনেছি যে, বাজার অর্থনীতিতে কী, কিভাবে ও কার জন্য এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া হয় বাজারের মাধ্যমে।

> বাজার অর্থনীতিতে কী, কিভাবে ও কার জন্য এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া হয় বাজারের মাধ্যমে।

এখন দেখা যাক, বাজার কিভাবে অর্থনৈতিক সংগঠনের তিনটি সমস্যা সমাধান করে। কী কী দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো চায় সেই দ্রব্যই উৎপাদন করতে যেগুলো বিক্রি করে তারা বেশী মুনাফা (Profits) পাবে। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়, তা থেকে বিভিন্ন খরচ বিয়োগ করে মুনাফা পাওয়া যায়। সুতরাং দ্রব্যের এবং উপাদানগুলোর দাম লক্ষ্য করে মুনাফার হিসাব করেই উৎপাদকের ঠিক করতে হয়, সে কী কী দ্রব্য উৎপাদন করবে।

কিভাবে উৎপাদন হবে, কিংবা উৎপাদনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে, তা নির্ধারিত হয় উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। দক্ষ প্রযুক্তির ফলে খরচ কম হবে। সুতরাং মুনাফাও বেশী হবে। সুতরাং উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে অদক্ষ প্রযুক্তি লোপ পাবে এবং দক্ষ, উন্নত প্রযুক্তি টিকে থাকবে। এভাবে বাজার প্রযুক্তির সমস্যাটি সমাধান করে।

কার জন্য, কিংবা বন্টনের সমস্যাটি বাজারে যোগান ও চাহিদার মাধ্যমে সমাধান হয়। উপাদানের যোগান ও চাহিদা উপাদান-দাম (Factor prices) নির্ধারণ করে। মজুরী (Wages), খাজনা (Rents), সুদের হার (Interest rates), মুনাফা (Profits) - এগুলো সবই উপাদান-দাম। উপাদান

দামের মাধ্যমেই মানুষের আয় সৃষ্টি হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই দামগুলোই শ্রমিক, ভূস্বামী, পুঁজির মালিক এবং উদ্যোক্তার আয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আয়ের বন্টন নির্ধারিত হচ্ছে উপাদানের পরিমাণ ও দাম দ্বারা। এ সম্পর্কে আপনি ইউনিট-৭ থেকে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন।

চিত্র ১.১৪-র দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তা করলে, এই পাঠে আমরা এই পর্যন্ত বাজার সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করেছি, তার অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

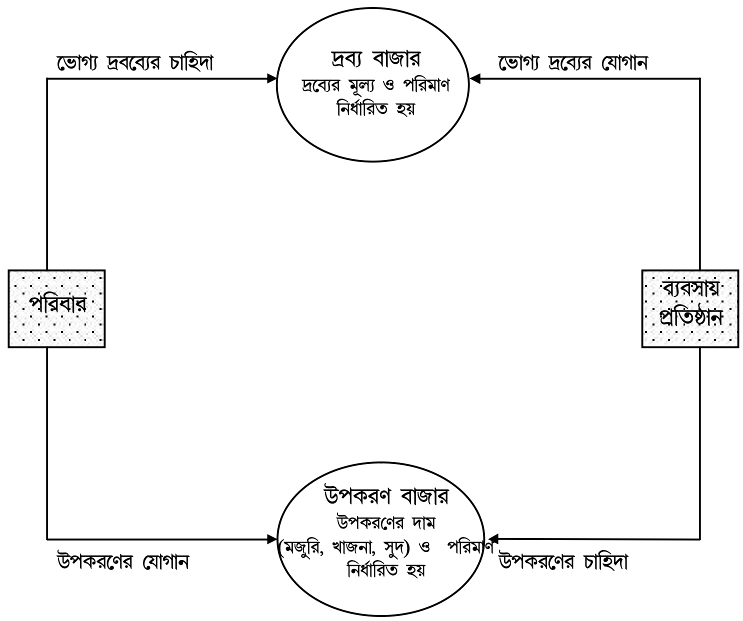

চিত্র : ১.১৫ : যোগান ও চাহিদার মাধ্যমে বাজারের ক্রিয়া

চিত্র ১.১৫ ভালভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখব যে, যোগান, চাহিদা এবং দামের মাধ্যমে বাজার অর্থনৈতিক সংগঠনের তিনটি সমস্যার সমাধান করে। ভোগ্য দ্রব্যের বাজারে দামের উঠানামার ফলে যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। আর উপাদান বাজারে একইভাবে উপকরণের দামের উঠানামার ফলে উপকরণের যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপকরণের দাম ও মোট উৎপাদনে উপকরণের পরিমাণের ভিত্তিতে আয়ের বন্টন হয়।

বাজারের পূর্ণাঙ্গ ক্রীয়াশীলতা

একটা ব্যাপার এখনই জেনে রাখা ভাল। এটা হচ্ছে এই যে, বাজার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে তখনই, যখন বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition) থাকে। যখন একটি বাজারে কোন ভোক্তা বা উৎপাদনকারী এককভাবে দামকে প্রভাবিত করতে পারে না, তখনই বলা হয় যে, সেই বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত। পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকলে বাজারের অনেক সুফল পাওয়া যায় না এবং দক্ষতা হ্রাস পায়। এসম্পর্কে আপনি ইউনিট - ৪ এর পাঠ - ৩ -এ বিশদভাবে জানতে পারবেন।

বাজারের অকৃতকার্যতা বা ব্যর্থতা

বাজারের ক্রিয়ার ফলে যে সবসময়ই দক্ষতা অর্জিত হয়, তা নয়। কখনও কখনও বাজারের অকৃতকার্যতা (Market Failures) ঘটে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাব এবং পরিবেশ দূষণের মত বাহ্যিকতার (Externalities) কারণে বাজারের অকৃতকার্যতা ঘটতে পারে। এই বিষয়গুলো ইউনিট ৬ -এ আলোচিত হবে।

সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকা

বাস্তবে সম্পূর্ণভাবে নির্দেশ অর্থনীতি যেমন হয়না, তেমন আবার একেবারে সম্পূর্ণ বাজার অর্থনীতিও হয় না। সেই অর্থে সব অর্থনীতিই মিশ্র অর্থনীতি। আমরা সেই ধরনের মিশ্র অর্থনীতির কথাই বিবেচনা করব যেখানে প্রধানতঃ বাজারের উপরই নির্ভর করা হয়, কিন্তু সমাজের বিবেচনায় বাজারের কতগুলো ত্রুটিপূর্ণ দিক শোধরানোর জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ আরোপ করা হয়। আমরা জানি যে আইন প্রণয়ন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দায়িত্ব সরকার পালন করে। কিন্তু এছাড়াও সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকার মূলতঃ তিনটি ক্ষেত্র আছে : দক্ষতা বৃদ্ধি, বৈষম্য দূরীকরণ এবং সামষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা।

> সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকার মূলতঃ তিনটি ক্ষেত্র আছে : দক্ষতা বৃদ্ধি, বৈষম্য দূরীকরণ এবং সামষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা।

যেহেতু একচেটিয়া, পরিবেশদূষণ ইত্যাদি কারণে বাজার অকৃতকার্য হতে পারে, তাই সরকারের এমন কিছু করতে হয় যাতে এই অকৃতকার্যতা কাটিয়ে উঠে দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়। বাজারের অবাধ ক্রিয়ার ফলে সমাজে যে আয়-বৈষম্য সৃষ্টি হয় তার প্রতিকারের জন্য সরকার কতগুলো পদক্ষেপ নিতে পারে। সরকার কর আরোপ এবং সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে এই পদক্ষেপগুলো নেয় যাদের আয় কম তাদের উপকার করার জন্য। কর, সরকারী ব্যয় এবং অর্থ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকার সমষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এতে করে সরকার একাধারে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চায়। এখন আমরা সরকারের ঐ তিনটি অর্থনৈতিক কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করব।

১। *দক্ষতা (Efficiency):*

অনেক ক্ষেত্রে বাজার অকৃতকার্য হয়ে পড়ে। যেমন, মুনাফা বাড়ানোর জন্য একটি প্রতিষ্ঠান যদি পরিবেশ দূষণ করে তাহলে সমাজের সার্বিক ক্ষতি হয়। কিন্তু এসব উপকরণ ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বাজার-নির্ধারিত দাম প্রদান করলেও, সমাজের এই ক্ষতির মূল্য প্রদান করার কোন ব্যবস্থা বাজার করে দেয় না। তাই সরকারেরই উদ্যোগী হয়ে এই ব্যবস্থা করে দিতে হয়। যে-কোন ধরনের *বাজার - অকৃতকার্যতার* ফলে অদক্ষতা সৃষ্টি হয় এবং সরকারেরই চেষ্টা করতে হয় এই অদক্ষতা দূর করতে।

আমরা তৃতীয় পাঠে দেখেছি যে, বাজারের পূর্ণ সুফল ভোগ করতে হলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকা দরকার। কিন্তু বাস্তবে প্রায়ই এটা থাকে না। অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Imperfct competition) এবং একচেটিয়া কারবার (Monopoly) পূর্ণ প্রতিযোগিতাকে খর্ব করে। যদি বাজারে এত বেশি সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে যে, কোন একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা একা দামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না, তাহলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে। আর যদি এমন কোন বড় প্রতিষ্ঠান থাকে যেটি দামকে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। এই ক্ষমতার ফলে দাম এমনভাবে নির্ধারিত হতে পারে যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি এবং উৎপাদনের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কম হতে পারে। এধরনের বেশী দাম এবং কম উৎপাদন অদক্ষতারই লক্ষণ। কারণ সম্পদের তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ার অর্থ হচ্ছে অর্থনীতিটি উৎপাদন-সম্ভাব্য সীমানার নীচে অবস্থান করছে। এ বিষয়টি আপনি এই ইউনিটের তৃতীয় পাঠে জেনেছেন।

> যখন একটি বাজারে কোন ভোক্তা বা উৎপাদনকারী এককভাবে দামকে প্রভাবিত করতে পারে না, তখনই বলা হয় যে সেই বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত।

এরকম অবস্থায়, উন্নত মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার একচেটিয়া ক্ষমতা খর্ব করার জন্য পদক্ষেপ নেয়। সরকার একচেটিয়া কারবারের দাম এবং মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়া সরকার কতগুলো আইন প্রণয়ন করে, যেগুলোকে *একচেটিয়া বিরোধী আইন (Antitrust Law)* বলে। এই আইনের মাধ্যমে দাম নির্ধারণ এবং বাজার বিভাজন নিষিদ্ধ করা হয় অর্থাৎ কয়েকটি বড় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান যদি চুক্তি করে দাম ঠিক করে ফেলে অথবা বাজারটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, সেটা বেআইনী। সরকারের এধরনের একচেটিয়া-বিরোধী আইন প্রণয়ন উন্নত দেশগুলোতে দেখা গেলেও আমাদের মত অনুন্নত দেশে খুব একটা চোখে পড়ে না। এর কারণ হচ্ছে এই যে, এসব দেশে দক্ষতা অর্জনের চেয়ে প্রবৃদ্ধির ওপরই বেশী জোর দেয়া হয়।

যখন কেউ অন্যদের উপর বাজারবহির্ভূত কোন সুবিধা বা খরচ আরোপ করে, তখনই বাহ্যিকতা সৃষ্টি হয়।

একচেটিয়া ক্ষমতা ছাড়াও দ্বিতীয় আরেকটি কারণে বাজারের অকৃতকার্যতা ঘটতে পারে। এই কারণটি হচ্ছে *বাহ্যিকতা (Externalitis)*। বাহ্যিকতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ধূমপায়ীরা যখন তামাক ভোগ করেন, তখন তাঁরা তাঁদের নিজেদের এবং আশেপাশের লোকজনের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে থাকেন। এই ক্ষতি শুধরানোর জন্য সরকারের স্বাস্থ্য খাতে অনেক ব্যয় করতে হয়। অথচ ধূমপায়ীরা এই ব্যয় বহন করেন না। এটি একটি বাহ্যিকতা। আবার একটি এলাকায় নতুন রাস্তা নির্মানের ফলে সেই এলাকার বাসিন্দারা সুবিধা ভোগ করতে পারেন। এক্ষেত্রেও বাহ্যিকতা সৃষ্টি হচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই মূল্য পরিশোধ ছাড়াই কিছু লেনদেন হয়েছে। যখন কেউ অন্যদের উপর বাজারবহির্ভূত কোন সুবিধা বা খরচ আরোপ করে, তখনই বাহ্যিকতা সৃষ্টি হয়।

ইদানীং পরিবেশদূষণ বিষয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। বাতাস ও পানি দূষণ, বনজ সম্পদ ধ্বংস, এই ধরনের বাহ্যিকতা রদ করার জন্য সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে। সরকার পরিবেশ দূষণ করে এমন সব প্রযুক্তি নিষিদ্ধ করতে পারে। আবার তামাক ও সিগারেটের উপর বড় হারে কর আরোপও করতে পারে।

তৃতীয় একটি কারণেও বাজার অকৃতকার্য হতে পারে। এটি হচ্ছে *সামাজিক দ্রব্য (Public goods)* উৎপাদনের ক্ষেত্রে। বিশেষ কোন ব্যক্তির চাহিদা থাকুক বা না থাকুক, কোন দ্রব্যের সুবিধা যদি সাধারণভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃত হয়, সেই দ্রব্যটিকে সামাজিক দ্রব্য বলা হয়। যেমন, সেতু একটি সামাজিক দ্রব্য। সবাই এর সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং একজন এর সুবিধা ভোগ করলে অন্যদের জন্য এর সুবিধা কমে যায় না। জাতীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, গণশিক্ষা ও গণস্বাস্থ্য এগুলো সবই সামাজিক দ্রব্য। বাজার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করলে এধরনের সামাজিক দ্রব্যের উৎপাদক খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, তাই সরকারকেই এসব দ্রব্যের উৎপাদনের দায়িত্ব বহন করতে হয়।

২। *বৈষম্য দূরীকরণ (Equity):*

একটি অত্যন্ত দক্ষ বাজার ব্যবস্থায়ও ত্রুটি থাকতে পারে। সে ধরনের বাজার ব্যবস্থায়ও এমনভাবে আয়ের বন্টন ঘটতে পারে যা নৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিকভাবে কাম্য নয়। অর্থনীতি একটি ইতিবাচক বিজ্ঞান এবং নৈতিক বিচার করা অর্থনীতিবিদের দায়িত্ব নয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজের নাগরিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সরকারী নীতিনির্ধারকদের নৈতিক বিচারের অধিকার আছে। সুতরাং প্রাচুর্যের পাশাপাশি চরম দারিদ্র বজায় থাকুক এটা সমাজ নাও চাইতে পারে। তখন সরকার সচেতনভাবে এমন হস্তক্ষেপ করে যাতে আয়ের এই বৈষম্য কমে আসতে পারে।

প্রগতিশীল করারোপঃ এই নীতিতে বেশি আয়ের উপর উঁচু হারে এবং কম আয়ের উপর কম হারে কর বসানো হয়।

বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার *প্রগতিশীল করারোপ (progressive taxation)* করতে পারে। এই নীতিতে বেশী আয়ের উপর উঁচু হারে এবং কম আয়ের উপর কম হারে কর বসানো হয়। এধরনের নীতি বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই চালু আছে। এছাড়া অনেক সময় সরকার সরাসরিভাবে বৃদ্ধ, অন্ধ, এতিম ইত্যাদি দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য দেয়। আবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ণ ইত্যাদিতে ভর্তুকি দিয়েও সরকার বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করতে পারে।

৩। *সমষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা (Macro economic growth and stability):*

দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বৈষম্য দূরীকরণ ছাড়াও, সরকারকে সমষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের চেষ্টা করতে হয়। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির গোড়াপত্তন থেকেই মাঝে মধ্যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে । ১৯৩০ -এর দশকে বিশ্বব্যাপী যে মহামন্দা দেখা দিয়েছিল, তা এখন ইতিহাস হয়ে রয়েছে। সেই সময়ে মানুষের চরম দুর্ভোগ এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইতিহাস, সাহিত্য এবং শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যমে ভালভাবেই সংরক্ষিত রয়েছে। এখনও মাঝে মধ্যেই চক্রাকারে মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) এবং বেকারত্ব (Unemployment) ঘটে থাকে। ১৯৩৬ সালে জে.এম. কেইনস (১৮৮৩-১৯৪৬) তাঁর বিখ্যাত বই 'The general theory of Employment, Interest and Money' প্রকাশ করার পর থেকে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব কমানোর উপায় সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ এবং সরকারী নীতি-নির্ধারকদের জ্ঞান অনেকাংশে বেড়ে গেছে।

সমষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকার দুধরনের নীতি প্রয়োগ করে থাকে- *রাজস্বনীতি (Fiscal policy)* এবং *মুদ্রানীতি (Monetary Policy)*। রাজস্বনীতির মাধ্যমে সরকার তার করারোপ এবং ব্যয় করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। আর মুদ্রানীতির মাধ্যমে সরকার মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি দেশের মোট ব্যয়, প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনের হার, নিয়োগ ও বেকারত্বের হার এবং দামস্তর ও মুদ্রাস্ফীতির হারকে প্রভাবিত করে।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সমষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য এইসব নীতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চক্রাকার মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের সমস্যার চেয়েও গুরুতর সমস্যা আছে বলে এর গুরুত্ব হয়ত ততটা নয়। এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আপনাদের সমষ্টিক অর্থনীতি পড়তে হবে।

অনুশীলন

পাঁচটি দেশের নাম লিখুন যেখানে অর্থনীতিতে সরকারের হস্তক্ষেপের মাত্রা খুব বেশী। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকার হস্তক্ষেপ করে কি? যদি হস্তক্ষেপ করে, তাহলে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে করে তা লিখুন।

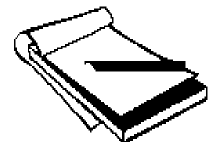

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

বাজার	একচেটিয়া-বিরোধী আইন
অদৃশ্য হস্ত	সামাজিক দ্রব্য
দাম-ইঙ্গিত	আয়-বৈষম্য
ভারসাম্য	মুদ্রাস্ফীতি
উপাদান-দাম	বেকারত্ব
পূর্ণ প্রতিযোগিতা	রাজস্বনীতি
বাজারের অকৃতকার্যতা	মুদ্রানীতি
বাহ্যিকতা	Keynes
একচেটিয়া ক্ষমতা	সমষ্টিক অর্থনীতি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাজারের ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। বাজারের সংজ্ঞা দিন।

৩। বাজার কিভাবে বহু লোকের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সমন্বয় ঘটায়?

৪। দাম কী?

৫। দাম কিভাবে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীদের কাছে ইঙ্গিত পৌছে দেয়?

৬। উপাদান-দাম কী?

৭। চিত্র ১.১৫ -র মত একটি চিত্র আকুঁন যেখানে যোগান ও চাহিদার মাধ্যমে বাজারের ক্রিয়া বোঝা যায়। চিত্রটি আপনার আগের আঁকা চিত্রগুলোর পাশে আপনার পড়ার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখুন।

৮। পূর্ণ প্রতিযোগিতা কী?

৯। সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকার তিনটি ক্ষেত্র কী?

১০। বাজারের অকৃতকার্যতা কী? তিনটি উদাহরণ দিন।

১১। বাজারের অকৃতকার্যতা কোন্ তিনটি কারণে হতে পারে?

১২। একচেটিয়া ক্ষমতা কী? সরকার কিভাবে এটি খর্ব করে?

১৩। বাহ্যিকতা কী? সরকার কিভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করে?

১৪। সামাজিক দ্রব্য কাকে বলে? বাজারের মাধ্যমে এধরনের দ্রব্যের উৎপাদন কঠিন হয় কেন?

১৫। বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?

১৬। সরকার কেন সমষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়?

১৭। সমষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে প্রণীত দুটি নীতি কী কী?

১৮। রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি কী?

১৯। মূল্যকে টাকায় প্রকাশ করলে পাওয়া যায়

ক) আয়

খ) মুনাফা

গ) খরচ

ঘ) কোনটিই নয়

২০। বাজার বলতে বুঝায়

ক) একটি স্থান

খ) একটি দোকান

গ) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ

ঘ) কোনটিই নয়

২১। বাজার অর্থনীতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা

ক) অসীম

খ) অসংখ্য

গ) স্বল্প

ঘ) কোনটিই নয়

২২। কোনটি সামাজিক দ্রব্য নয়

ক) সেতু

খ) রাস্তাঘাট

গ) বিদ্যুৎ

ঘ) কোনটিই নয়।

২৩। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে কোন্ পদক্ষেপটি সহায়ক
   ক) ভ্যাট বসানো
   খ) প্রগতিশীল কর আরোপ করা
   গ) আমদানী শুল্ক বাড়িয়ে দেয়া
   ঘ) কোনটিই নয়।

২৪। 'The General theory of Employment, Interest and Money' বইটির রচয়িতা
   ক) এডাম স্মিথ
   খ) জে. এন. কেইন্স
   গ) জে. এম. কেইনস
   ঘ) ক, খ ও গ এর কোনটিই নয়

২৫। ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে সরকার
   ক) দ্রব্যের গুণগত মানকে প্রভাবিত করে
   খ) দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করে
   গ) দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়
   ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা

পাঠ-১: ২১. গ, ২২. ক, ২৩. ঘ,

পাঠ-২: ১. গ, ২. খ, ৩. ক, ৪. গ, ৫. ক, ৬. ঘ, ৭. গ, ৮. ঘ, ৯. খ, ১০ ক, ১১. গ

পাঠ-৩: ১০. খ, ১১. গ, ১২. ক, ১৩. ক,

পাঠ-৪: ১৯. ঘ, ২০. গ, ২১. খ, ২২. গ, ২৩. খ, ২৪. গ, ২৫. খ,